প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

আমি যে ভাবে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছি এবং যে যে কারণে ব্রাহ্মসমাজে পরিবর্ত্তন ও আন্দোলন দর্শন করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহারই উল্লেখ করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য। স্বীয় হস্তে আপনার বিষয় লিখিতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইতে হয়, এজন্য যাহা লেখা নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহারই উল্লেখ করিয়াছি। প্রচার বিবরণ আদ্যোপান্ত বিস্তাররূপে উল্লেখ করিলে সকলেরই রুচিকর হইত। কিন্তু সমস্ত বিবরণ উল্লেখ করিলে পুস্তক খানির আয়তন অত্যন্ত অধিক হইত সুতরাং অর্থাভাবে তাহা সম্যক্‌রূপে উল্লেখ করিতে পারি নাই।

এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া আমি জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইব তাহা বিলক্ষণ জানি। তথাপি এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পাঠ করিয়া এক ব্যক্তিও যদি বিনীত, সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল ও পরিত্রাণার্থী হইয়া পবিত্র ব্রহ্মোপাসনাকে জীবনের ব্রত মনে করিয়া, প্রতিদিন তাহা সাধন করেন এবং একমাত্র পবিত্র ব্রহ্মোপাসনাকেই ব্রাহ্ম নামের পরিচায়ক এবং যে কার্য্যে ব্রহ্মোপাসনা হয় না তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্য নহে, এরূপ মনে করেন, ও ব্রহ্মোপাসনা না করিলে ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করা বিড়ম্বনা মাত্র ইহাতে যদি দৃঢ়বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে সকল উপহাস গ্লানি সহ্য করিয়া আনন্দ লাভ করিতে সক্ষম হইব।

আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কণে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

কলিকাতা
১ লা আষাঢ় ১৭৯৪শক

নিবেদক।
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তকখানি দ্বারা ব্রাহ্ম-সাধারণের বিশেষ হিত সাধিত হইয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি এই পুস্তকের আরও বহুল প্রচার হওয়া প্রার্থনীয় বলিয়া এবং প্রথম বারের পুস্তক সমুদায় নিঃশেষিত হওয়ায়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক প্রচার বিভাগ হইতে ইহা পুনঃ প্রকাশিত হইল। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই পুস্তকের স্বত্ব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে প্রদান করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। এবারে কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত এবং নূতন লিখিত হইয়াছে, সাধারণের সুবিধার জন্য আমরা ইহার পূর্ব্ব মূল্য চারি আনা স্থলে তিন আনা করিয়া দিলাম।

৫৬ ব্রাহ্ম সংবৎ
অগ্রহায়ণ।

প্রকাশক।

ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত বিষয়।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অসদ্‌ভাব অসম্মিলন, দর্শন করিয়া মন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে। আহা! পূর্ব্বে যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করি, সে কি সুখের অবস্থা ছিল! তখন একজন ব্রাহ্মভ্রাতাকে দেখিবামাত্র হৃদয় মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত, তাঁহার সদ্‌ভাব দেখিয়া হৃদয় ভক্তিভাবে গদ গদ হইত। হায়! সেই সুখের অবস্থা কে হরণ করিল? এখনকার শোচনীয় অবস্থা যে আর সহ্য করা যায় না। চতুর্দ্দিকে মহামারী উপস্থিত—ভ্রাতা ভ্রাতাকে নির্যাতন করিতেছেন, কেহ বা নির্জ্জনে ভ্রাতার নিন্দা করিয়া আমোদ করিতে-ছেন, কেহ বা ভ্রাতাকে অপদস্থ করিবার জন্য প্রকাশ্য পত্রিকায় ভ্রাতার জীবনের সমালোচনা করিতেছেন, প্রচারক-দিগকে প্রকাশ্যে গালি বর্ষণ করিতেছেন। তাঁহারাও তীব্র সমালোচনায় গাত্র জ্বালা নিবারণ করিতেছেন। পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে এরূপ দুর্দ্দশা কেন হইল? ইহা চিন্তা করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! বড় আশা করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম ব্রাহ্মসমাজই এক মাত্র শান্তিস্থান, ব্রাহ্ম-ভ্রাতাদের সহবাস আনন্দ-নিকেতন। বর্ত্তমান সময়ে দারুণ অশান্তি আসিয়া ব্রাহ্মসমাজকে অধিকার করিয়াছে। যাঁহাদের সহবাসে আনন্দ অনুভব হইত, এখন তাঁহাদের সংসর্গে দুঃখের উৎপত্তি সন্দেহ নাই। ভ্রাতৃগণ! ব্রাহ্মসমাজে এই অবস্থা প্রবেশ করিল কেন? তাহা প্রকাশ করিতে হইলে স্বীয় জীবনে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইতে দেখিয়াছি তাহা বিশেষ রূপে বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। বাস্তবিক বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিলেই স্বীয় জীবনের প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হয়। এজন্য আমার জীবনে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মকে কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়াছি তাহা প্রকাশ করাই আমার বিশেষ উদ্দেশ্য। স্বীয় জীবন চিন্তা করিলে অনেক সময় মন প্রফুল্ল হয়, কখন বা শোক দুঃখে মুহ্যমান হয়। স্বীয় জীবন আলোচনা করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। কারণ ব্রাহ্মসমাজ সমালোচনা করিতে হইলে স্বীয় জীবনের আলোচনা না করিলে আলোচনা পূর্ণ হইতে পারে না। অতএব আমার জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মকে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়াছি তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

পূর্ব্বে বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্মে আমার বিশেষ আস্থা ছিল। সে ভক্তির অবস্থা স্মরণ করিতেও হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। হিন্দুধর্ম্মে পূর্ণবিশ্বাসী ব্যক্তির যে যে লক্ষণ থাকা উচিত,

তাহা সমস্তই আমাতে বর্ত্তমান ছিল। দেশের স্ত্রী পুরুষ সকলেই আমাকে অন্তরের সহিত প্রীতি করিতেন। কিন্তু অসত্য কুসংস্কার চিরদিন মনুষ্য হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না। যে হিন্দু শাস্ত্র হিন্দু ধর্ম্মের সংরক্ষক, সেই হিন্দু শাস্ত্রই আমার আন্তরিক কুসংস্কারের উন্মূলক হইল। হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঘোর বৈদান্তিক হইয়া পড়িলাম, তখন সমস্ত পদার্থ ব্রহ্ম—অহং ব্রহ্ম এই সত্য বিশ্বাস করিতাম, উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতাম না। এই সময়ে আমার এক শিষ্য আমার পদ পূজা করিতেছিলেন আমি মন্ত্র পড়াইতেছিলাম, হঠাৎ আমার মনে হইল যে, আমাতে এ সকল ক্ষমতা নাই, আমি স্বয়ং কিরূপে পরিত্রাণ পাইব তাহার নিশ্চয় নাই, আমি পরিত্রাণ করিব কিরূপে? দূর হউক, এরূপ কপট আচরণ আর করিব না। ইহার পূর্ব্বে আর একটী ঘটনা হয়—আমাকে কে ডাকিয়া বলিল পরলোক চিন্তা কর। কে বলিল লোক দেখিলাম না। ভয়ে জ্বর হইল।

এই সময়ে বগুড়া জেলায় গমন করি। সেখানে তিনজন সাধু ব্রাহ্মের সহিত আলাপ হওয়াতে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলাম, সেখানেই প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের কথা শ্রবণ করিলাম। ইহার পূর্ব্বে এই মাত্র জানিতাম যে, কলিকাতায় একদল ব্রহ্মজ্ঞানী আছে, তাহারা যথেচ্ছাচারী হইয়া সুরাপান মাংস ভোজন করে। এজন্য ব্রহ্মজ্ঞানীর নাম শ্রবণ করিলেই আমি

বিরক্ত হইতাম। কিন্তু বগুড়াতে তিনজন ব্রাহ্মের বিশুদ্ধ জীবনে আমাকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহাদের সহিত অকৃত্রিম বন্ধুতা সূত্রে নিবদ্ধ হইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। তাঁহাদের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইলাম বটে, কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মই রহিলেন, আমি বৈদান্তিকই রহিলাম। ভিন্ন মত হইলে যে প্রণয় হয় না ইহা সকল স্থানে সত্য নহে। যাহাহউক আমাকে ব্রাহ্ম করিবার জন্য তাঁহাদের সম্পূর্ণ যত্ন। তাঁহারা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে উপ-স্থিত হইতে আমাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করেন।

আমি বগুড়া হইতে কলিকাতায় আসিয়া এক জন বন্ধুর দুশ্চেষ্টায় অত্যন্ত কষ্টে পড়িলাম। তিনি আমার সমস্ত অর্থ লইয়া জুয়া খেলিয়া পলায়ন করেন। আমার নিকট এক পয়সাও ছিল না, অথচ কলিকাতায় থাকিয়া সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেও অত্যন্ত অনুরাগ। কলিকাতায় অবস্থিতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলাম। কোন সুবিখ্যাত দয়াবান্ বাবুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার বাসাস্থ কতিপয় ভদ্র সন্তানের দুর্ব্যবহারে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আর কাহাকে বাসায় স্থান দান করিবেন না। এই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়াই আমি তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া কোন ভক্তিভাজন ঠাকুর মহা-শয়ের নিকট আবেদন করিলাম। তিনি আমার আবেদন পত্র লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। এ কার্য্যে তাঁহার প্রতি

আমি বিরক্ত হইলাম না, কারণ বগুড়াস্থ বন্ধুত্রয় ঠাকুর বাবুর বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। মনে করিলাম অনেক লোকে ইহাঁদিগকে প্রবঞ্চনা করে এ জন্য আমার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন না। দিবসে উপবাস রাত্রিতে গোলদীঘিতে কালেজের বারেণ্ডায় শয়ন এই অবস্থায় তিনি চারি দিবস অতিবাহিত করিলাম। কলিকাতায় অনেক বন্ধু বান্ধব ছিলেন, কিন্তু বিপদ কালে তাঁহাদের নিকট গমন করিলে কোন প্রকার অবজ্ঞা দেখিয়া পাছে বন্ধুতা বিনষ্ট হয় এই আশঙ্কায় তাঁহাদের নিকট গমন করিলাম না। যাঁহার জন্য আমার এত কষ্ট, এই সময়ে সেই বন্ধুও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বন্ধুতার অনুরোধে তাঁহাকে কোন ভর্ৎসনা না করিয়া দুইজনে একজন ভদ্রলোকের বাসায় অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। এই ভদ্র লোকটী সুরাপান সভার সভাপতি। এখন যাঁহাদিগকে বড় ব্রাহ্ম বলিয়া দেখিতেছি, সেই সময়ে তাঁহাদিগকে উদর পূর্ণ করিয়া সুরা সেবন করিতে দেখিয়াছি। তাঁহারা আমাকে সুরাপায়ী করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন, আমি প্রাচীন সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার পূর্ব্বক সুরার নিন্দা করিতাম। আমি অদ্বৈতবংশ গোস্বামী, আমি সুরাপান করিলে অথবা অন্য কোন পাপাচরণ করিলে আমার নির্ম্মল পিতৃকুল কলঙ্কিত হইবে, কেবল এই সংস্কারে অনেক সময় আমাকে কুসঙ্গ নরক হইতে রক্ষা করিয়াছে। সেই অবধি তাঁহারা আমাকে গোপন করিয়া সুরাপান করিতেন। সুরাপান নিবারণ বিষয়ে

হিন্দু ধর্ম্মের শাসন অতি চমৎকার! ইংরেজি ভাষা শিক্ষা এবং ইংরাজদিগের সহবাস, খৃষ্টান্ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, বিলাতি সভ্যতার বাহ্যিক আকর্ষণ এই সকল কারণে সুরাপান ভারতবর্ষে অধিক প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কারণগুলির একটীরও সাহয্য না পাওয়াতে ঘোর পাড়াগেঁয়ে অসভ্য হইয়া সুরাপায়ীদিগকে বিলক্ষণ রূপে গালি বর্ষণ করিতাম। তখন আমি অসভ্য না থাকিলে নিশ্চয়ই প্রধান প্রধান লোকের ন্যায় আমিও সুরাপায়ী হইতাম, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এই দুঃখের সময় এক দিন মনে হইল যে বগুড়াস্থ বন্ধুত্রয় ব্রাহ্মসমাজে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন, অদ্য বুধবারে একবার ব্রাহ্মসমাজে যাইতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজ দেখিবার পূর্ব্বে আমার সংস্কার ছিল যে ব্রহ্মজ্ঞানীরা কেবল তবলা বাজাইয়া গান করে, বেদ পাঠ করে, অবশেষে সুরাপান ও মাংস ভোজন করে। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কতদূর অজ্ঞতা থাকিতে পারে, তাহা আমি বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছি। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মসমাজে গমন করিলাম। সমাজের আলোক মালা, তাল মান সংযুক্ত মধুর সংগীত, ভক্তিভাবে স্তোত্র পাঠ, বহু সংখ্যক লোকের গম্ভীর ভাব এই সকল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া আমি ব্রাহ্মসমাজকে স্বর্গধাম বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম। আমার পূর্ব্বের সংস্কার তিরোহিত হইল। পরে ভক্তিভাজন বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বর্গীয় ভাবে বক্তৃতা

করিতে লাগিলেন। পাপীর দুর্দ্দশা—ঈশ্বরের বিশেষ করুণা এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আমার পূর্ব্বকার ভক্তি ভাব স্মৃতি পথে উদিত হইল, এতদিন যে ইষ্ট দেবতার পূজা করি-নাই তজ্জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, সমস্ত শরীর গলদ্-ঘর্ম্মে কম্পিত হইতে লাগিল, অশ্রুজলে হৃদয় ভাসিতে লাগিল, চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিয়া অন্তরে দয়াময়ের নিকট এই প্রার্থনা করিলাম যে, 'দয়াময় ঈশ্বর! প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মে আমার বিশ্বাস হয় না, অন্য কোন ধর্ম্মেও আমার বিশ্বাস নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার ন্যায় হতভাগ্য বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেহ নাই। যখন পৌত্তলিক ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল তখন ইষ্ট দেবতার পূজা করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করিতাম এখন তাহা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছি। এই মাত্র শুনিলাম তুমি অনাথের নাথ, প্রভো! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমাকে রাখ, আর আমি কোথাও যাইব না, তোমার দ্বারে পড়িয়া রহিলাম।' এই প্রার্থনা করিবামাত্র হৃদয় অনেক পরিমাণে শান্তি লাভ করিল। তখন মনে করিলাম শান্তি লাভের এমন সহজ উপায় থাকিতে আমি কত অশান্তি ভোগ করিয়াছি। দয়াময় ঈশ্বর অদ্য আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে আনিয়াছেন, আমারই উদ্ধারের জন্য ভক্তিভাজন দেবেন্দ্র বাবু অদ্য এই হৃদয়ভেদী বক্তৃতা করিলেন। মনে মনে দেবেন্দ্র বাবুকে ধর্ম্ম জীবনের গুরু বলিয়া ভক্তিযোগে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে চলিয়া

আসিলাম। প্রতিদিন প্রার্থনা করিয়া কি অপার শান্তি লাভ করিতে লাগিলাম তাহা ব্যক্ত করা যায় না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য হইত, তখনই নির্জ্জনে প্রার্থনা করিয়া দয়াময় পিতার নিকট প্রশ্ন করিয়া উপযুক্ত উত্তর প্রাপ্ত হইতাম। যে দিন যে সত্য লাভ করিতাম তাহা লিখিয়া রাখিতাম। সেই লেখা গুলি সংগ্রহ করিয়াই 'ধর্ম্মশিক্ষা' পুস্তক খানি প্রকাশ করা হয়। যখন পুস্তক খানি প্রকাশ করি, তখন মনে করিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত হয়ত আমার পুস্তকের মিল হইবে না ; কিন্তু যখন ভক্তিভাজন কেশববাবু পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অনুমোদন করিলেন, তখন আমার আহ্লাদের সীমা পরিসীমা রহিলনা। বিশ্বাস আরো দৃঢ় হইল। দয়াময় পরমেশ্বর যে গুরু হইয়া অজ্ঞানকে জ্ঞান দান করেন, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

অন্তরে দয়াময়ের চরণাশ্রয়ে শান্তি লাভ করিয়া বগুড়ায় গমন করিলাম। বগুড়ায় বন্ধুগণ আমার পরিবর্ত্তন দেখিয়া অপার আনন্দ লাভ করিলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া মেডিকেল কলেজে ভরতি হইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। কলিকাতায় আসিবার সময় কিছুদিন শান্তিপুরে অবস্থিতি করিয়াছিলাম। একদিন আলোচনা করিতেছি যে, পরমেশ্বর সমস্ত মনুষ্যকে সৃজন করিয়াছেন, তিনি সকলের পিতা মাতা। এইজন্য প্রত্যেক নরনারীকে ভ্রাতা ভগ্নী বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর সকলেরই অন্তরে বাস

করেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না, সুতরাং মনুষ্য মনুষ্যকে ঘৃণা করিলে মহাপাপ হয় সন্দেহ নাই। অতএব জাতিভেদ স্বীকার করিলে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া বিশ্বাস করা হয় না। এই বিষয় আলোচনা করিতেছি এমন সময়ে একাদশ বর্ষ বয়স্ক একটী বালক বলিয়া উঠিল যে, যদি তুমি জাতি-ভেদ মান না তবে পইতা রাখিয়াছ কেন? তৎক্ষণাৎ বাল-কের কথা ঠিক্ বোধ হইল, তখনই তাহার সাক্ষাতে উপবীত ত্যাগ করিলাম। বালকটী তখনই আমার মাতা ঠাকুরাণীর নিকট উপবীত ত্যাগের কথা প্রকাশ করিয়া দিল। মাতা ঠাকুরাণী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে গমন করিলেন দেখিয়া পুনর্ব্বার উপবীত গ্রহণ করিলাম। পরে মেডিকেল কালেজে আসিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। এই সময়ে শ্রবণ করিলাম যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হয়। ইহা শুনিয়া দীক্ষিত হইতে অত্যন্ত অভিলাষ হইল। দীক্ষিত হইলে ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি হয়, সুতরাং অবিলম্বে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে ভক্তি-ভাজন দেবেন্দ্র বাবুর নিকট দীক্ষিত হইলাম।

উপবীত ত্যাগ না করাতে আমার মনে অত্যন্ত অশান্তি হইতে লাগিল। এমন কি প্রতিদিন প্রার্থনার সময় হৃদয় কম্পিত হইত। লোকে বলে "পইতা কি গায়ে কামড়ায়?" বাস্তবিক ইহা কাল ভুজঙ্গের ন্যায় প্রতিদিন দংশন করিতে লাগিল। উপবীত রাখা অসত্য ব্যবহার। অসত্য ব্যবহার করিলে ঈশ্বর দর্শন হবে না। এই ভয়ে আমার প্রাণ অস্থির

হইত। এক দিন ভক্তিভাজন দেবেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে 'মহাশয়! উপবীত রাখা উচিত কি না, মৎস্য মাংস ভক্ষণ করা উচিত কি না?' তিনি উত্তর করিলেন—"উপবীত রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। উপবীত না রাখিলে সমাজের অনিষ্ট হয়। এই দেখ আমি উপবীত রাখিয়াছি। মৎস্য মাংস না খাইলে শরীর রক্ষা হয় না, মশা ছারপোকা যখন মার, তখন অন্য জীব হত্যায় দোষ কি?" এই দুই উত্তরই আমার মতের সহিত ঐক্য হইল না। মনে করিলাম এখনও ব্রাহ্মসমাজে কুসংস্কার রহিয়াছে। কিন্তু দেবেন্দ্র বাবু আমাকে যে পাপ কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার দূষিত মতের জন্য তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা হইল না।

পূর্ব্ববাঙ্গালাবাসী মেডিকেল কালেজের কতিপয় ছাত্র একত্রিত হইয়া "হিত-সঞ্চারিণী" নামে একটী সভা করিয়াছিলেন। এক দিন সেই সভায় আলোচিত হইল যে, যাহা সত্য বুঝিব তাহা প্রতিপালন না করা মহাপাপ ও কপটতা। সেই আলোচনার পরেই উপবীত ত্যাগ করিয়া পাপ ভার হইতে মুক্ত হইলাম। বাটীতে পত্র লিখিলাম। বাসায় তর্কের ধূম উঠিয়া গেল। দেবেন্দ্র বাবুর উপবীত আছে, অতএব অনেকে আমাকে উপবীত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। যে সোমপ্রকাশ সম্পাদক এখন জাতিভেদ রাখিতে বিশেষ যত্ন করিতেছেন, তখন তিনি আমাকে বিশেষ উৎসাহ

প্রদান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মসমাজ যে উপবীত ত্যাগের বিরোধী, ইহা বলিয়া ব্রাহ্মসমাজকে দোষারোপ করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহার বিপরীত মত।

এই সময়ে উৎসাহে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে লোকের অধর্ম্ম পাপ দেখিয়া অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। এক দিন মনে হইল পথে দণ্ডায়-মান হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিব। সেই দিন অপরাহ্ণে প্রেসিডেন্সি কালেজের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সরল সত্য গুলি প্রচার করিতে লাগিলাম। চারি পাঁচ শত লোক একাগ্রমনে শ্রবণ করিতে লাগিল। কিছু দিন এই-রূপ করাতে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছিল। ইহাতে লোকের প্রতি দয়া হয়, সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি হয়, সত্যের মহিমা দৃঢ় রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

সঙ্গত সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশনে গমন করিয়া 'অনু-ষ্ঠান' নামে এক খানি পুস্তক প্রাপ্ত হইলাম। তাহা পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, তাহাতে লিখিত আছে যে, "উপ-নয়নের সময় উপবীত গ্রহণ করিবে না" ইহা পাঠ করিয়া মনে করিলাম যে উপবীত ত্যাগ করা সঙ্গত সভার মত অতএব এই সভাতে গমন করিতে হইবে। পূর্ব্ববাঙ্গালা-বাসী একজন ভ্রাতার সহিত গমন করিয়া সঙ্গতের সভ্য হইলাম। ইহার পূর্ব্বে ভক্তিভাজন কেশব বাবুর সহিত আমার পরিচয় ছিল না। সঙ্গতে নিত্য নূতন সত্য লাভ

করিয়া ভক্তিভাজন কেশব বাবুর নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইতে লাগিলাম। সঙ্গতেই অধিকাংশ ব্রাহ্ম ভ্রাতার সহিত পরিচিত হই। ব্রাহ্মভ্রাতাদের সহবাসে কি অসীম আনন্দ ভোগ করিতাম তাহা স্মরণ করিয়াও এখন হৃদয় আনন্দিত হয়। সঙ্গত এবং ব্রাহ্মসমাজ হইতে আসিয়াই মনে হইত আবার কখন সঙ্গতে গমন করিব, সমাজে গমন করিব, ব্রাহ্মভ্রাতাদের সহিত সম্মিলিত হইব। তখন আমি প্রধান প্রধান ব্রাহ্মদিগের নিকট অপরিচিত ছিলাম, এজন্য তাঁহা-দের বাটীতে ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে কোন অনুষ্ঠান হইলে আমাকে নিমন্ত্রণ করিতেন না। কিন্তু আমাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই বলিয়া আমি অভিমান করিয়া বাসায় থাকিতে পারিতাম না। সেখানে গমন করিলে ব্রহ্মনাম শ্রবণ করিব, ভ্রাতাদের সহিত সম্মিলিত হইব, এই ভাবিয়া সর্ব্বত্রই গমন করিয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ করিতাম। ধর্ম্ম জীবনের এই বাল্য ব্যবহার জীবনে না থাকিলে অভিমানে মন সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত থাকে, ভ্রাতাদিগের সহিত সরল ব্যবহার করা যায় না। তখন প্রত্যেক ব্রাহ্মকেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া বোধ হইত। তাঁহাদের মুখনিঃসৃত সামান্য উপদেশও বহু মূল্য বোধ হইত। ভ্রাতাদের মুখশ্রী আনন্দ মাখা বোধ হইত। তখন ভ্রাতাদেরই সহিত সম্বন্ধ—ভগ্নীগণ এখনও ব্রাহ্মসমাজে আগমন করিয়া পিতার শান্তি রাজ্য দর্শন করেন নাই। হায়! সেই শান্তি রাজ্য এখন কোথায়?

এই সময়ে একবার শান্তিপুরে বাটীতে গমন করিলাম। আমি গমন করিবা মাত্র মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। শান্তিপুর শুদ্ধ লোক আমার উপর খড়্গ হস্ত হইয়া উঠিল। পথে বহির্গত হইলে কেহ গালি দিত, কেহ ধূলি নিক্ষেপ করিত, কেহ বা প্রহার করিতে উদ্যত হইত। যাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারাও বাতুল বলিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম হিন্দু সকলেই আমাকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিতে লাগিলেন। এদিকে মাতা ঠাকুরাণী উপবীত আনিয়া প্রদান করিলেন, তাহা আমি গ্রহণ করিলাম না দেখিয়া তিনি আমার পায়ে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন! মাতা ঠাকুরাণীর এইরূপ ব্যবহারে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে চেতন হইয়া বলিলাম যে, 'যদি আমাকে পুনর্ব্বার উপবীত গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব, আমি আর অসত্যকে ধারণ করিব না।' মাতা ঠাকুরাণী আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে, "তুমি আর পইতা গ্রহণ করিও না, যখন তোমার পইতা হয় নাই তখন যেরূপ ছিলে এখনও তাহাই মনে করিব—তুই বেঁচে থাক্।" মাতার এই আদেশ শুনিয়া মনে মনে দয়াময় ঈশ্বরকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ অর্পণ করিলাম। যে পিতার শরণাপন্ন হয়, কেহই তাহাকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। মাতা ঠাকুরাণী ক্ষান্ত হইলেন, কিন্তু অগ্রজ মহাশয় হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক উত্তেজিত

হইয়া প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। প্রধান প্রধান গোস্বামীগণ আমাকে বলিলেন যে, "তুমি শান্তিপুর ত্যাগ কর, নতুবা তোমার দৃষ্টান্তে অনেকের অনিষ্ট হইবে।" আমি বলিলাম যে আপনাদের আশীর্ব্বাদে যদি শান্তিপুরে বাস করিয়া ইহার কিছু উপকার করিতে পারি, তাহা হইলে আমার জীবন সফল হয়। আমার বিশ্বাস যে, হয়ত কালেতে এই ঠাকুর ঘর ব্রাহ্মসমাজ হইতে পারে। এই কথা শুনিয়া আমাকে সমাজচ্যুত করিয়া সকলে প্রস্থান করিলেন। সেই বারেই শান্তিপুরে একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইল। কুসংস্কারাপন্ন শান্তিপুরে ব্রহ্মোপাসনা হইল ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় কি আছে? ব্রাহ্মদিগের জীবনে ব্রহ্মোপাসনা ও সত্য পালনে দৃঢ়তা থাকিলে শান্তিপুরের বিশেষ উপকার হইত। ব্রাহ্মদিগের স্ব স্ব জীবনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না থাকাতে ব্রাহ্মসমাজে অনেকের অশ্রদ্ধা হইল। বিশুদ্ধ জীবনই ধর্ম্ম প্রচারের প্রধান অবলম্বন।

আত্মীয় বন্ধু সকলেই পরিত্যাগ করিলেন, কেবল আমার ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত কিশোরী লাল মৈত্র মহাশয় আমাকে ত্যাগ করিলেন না। তিনি ত্যাগ করিলেন না বলিয়া আমার ভগ্নী শান্তিপুরের বাটীতে স্থান পাইলেন না। অগত্যা মৈত্র মহাশয় তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। তাঁহাকে বাসায় আনিলে আমাদের বাসায় প্রতিদিন পারিবারিক উপাসনা হইতে লাগিল। এক মাসের পর আমার পূজনীয়া জ্যেষ্ঠা

ভগ্নী বলিলেন যে, পৌত্তলিক উপাসনা অপেক্ষা ব্রহ্মোপাসনাই তাঁহার ভাল বোধ হয়। তিনি ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে যেমন আহ্নিক না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না, এখনও তদ্রূপ ব্রহ্মোপাসনা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। ক্রমে উপাসনার প্রতি তাঁহার গাঢ় অনুরাগ হইল। এখন হইতে ভাই ভগ্নীতে পিতার চরণ পূজা করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলাম। মৈত্র মহাশয় যেরূপে সাংসারিক কষ্টে পড়িয়াছিলেন, উপাসনার গাঢ় অনুরাগ না হইলে সপরিবারে কখনই সেই কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেন না। ধর্ম্মের জন্য মনুষ্য কত দুঃখ সহ্য করিতে পারে তাহা তাঁহাদের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পাঁচটী সন্তান লইয়া সেই কষ্ট বহন করা বাস্তবিকই অসম্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই। পৌত্তলিক মতে মৈত্র মহাশয় পুত্রের বিবাহ দিলে সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইতেন। সত্যের অনুরোধে তৃণবৎ সে অর্থ পরিত্যাগ করিলেন। ধর্ম্ম রাজ্যের ইহা অতি রমণীয় দৃশ্য। ইহাঁদের কষ্ট দেখিয়া আমার নিজের যন্ত্রণা যৎসামান্য বলিয়া প্রতীতি হইতে লাগিল।

এক দিন সঙ্গতে শ্রবণ করিলাম যে, বাগ্‌আঁচাড়া নামক স্থানে অনেক গুলি লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে; কে সেখানে যাইবে এমন লোক পাওয়া যাইতেছে না। তখনই সেখানে যাইবার জন্য স্বীকৃত হইলাম। কেহ কেহ বলিলেন যে, মেডিকেল কালেজে উত্তীর্ণ হইবার আর

অল্প সময় আছে, এখন অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিলে কিরূপে উহাঁর পরিবার প্রতিপালিত হইবে। যিনি মরুভূমিতে তৃণ গুল্ম রক্ষা করেন, সমুদ্রের গভীর নীর মধ্যে প্রাণী পুঞ্জকে প্রতিপালন করিতেছেন, কোন্ অবিশ্বাসী বলিবে যে, তিনি অনাহারে দুঃখী পরিবারকে বিনাশ করিবেন? ভক্তিভাজন কেশব বাবু বলিলেন যে, প্রচারক হইলে পরীক্ষা দিতে হইবে। আমি তাহাতেও সম্মত হইলাম। ঈশ্বরেচ্ছায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। প্রথমে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে অধ্যেতার কার্য্য এবং কোন্নগর, লেবুতলা, পটলডাঙ্গা, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতিতে উপাসনার কার্য্য করিতাম। সর্ব্বত্রই বিনা আপত্তিতে কার্য্য হইত, কেবল শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ সংস্কৃত ভাষাতে উপাসনা করিতে অসম্মত হইয়া গোলযোগ করিতেন। ব্রাহ্মসমাজে এই প্রথম মতভেদ দর্শন করিলাম। কিন্তু এই সামান্য মতভেদে ভ্রাতৃভাবের কিছুমাত্র অভাব বোধ হয় নাই। এখন যেমন অল্প মতভেদ হইলেই ভ্রাতৃভাব তিরোহিত হয়, ভ্রাতা ভ্রাতার দোষ ঘোষণা করিতে ক্ষিপ্রহস্ত হন, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না।

কথিত বাগ্‌আঁচড়ায় গমন করিয়া দেখিলাম তত্রত্য লোকদিগের কোন সম্প্রদায় ভুক্ত হইবার জন্য যত আগ্রহ, ধর্ম্মগ্রহণের জন্য তত নহে। যে জন্যই হউক, অনেক গুলি লোকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানের চর্চ্চা না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থায়ী হইবে না, একারণ সেখানে

বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলাম, কিন্তু অর্থাভাবে বিদ্যালয়টী স্থায়ী হইল না। জ্ঞানের চর্চ্চা না হওয়াতে বাগ্‌আঁচড়ার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। ধর্ম্মে গাঢ় অনুরাগ থাকিলে ঘোর মূর্খও ধর্ম্মপথে স্থির থাকিতে পারে, নতুবা মূর্খতাদ্বারা ধর্ম্মের বিশেষ হানি হয়। মহাত্মা চৈতন্যের বিশুদ্ধ ভক্তিময় ধর্ম্ম, অধিকাংশ মূর্খ লোকের হস্তে পড়িয়া কলঙ্কিত হইয়া গেল। বাগ্‌আঁচড়ার অবস্থাও প্রায় সেইরূপই হইতেছে। কতকগুলি লোক ব্যভিচারকে ধর্ম্মের নামে প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। অনেকেই প্রতিদিন উপাসনা করে না, অথচ দেবদেবীর পূজাতে উৎসাহ দিয়া থাকে। জ্ঞান চর্চ্চা ভিন্ন এই সকল অভদ্র ব্যবহার হইতে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যায়? প্রত্যেক ব্রাহ্ম যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিতেন, তাহা হইলে এই দুঃখী লোকদিগর বিশেষ উপকার হইত। দুর্ভিক্ষে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্ন দান না করিলে, মাহামারীতে পীড়িত ব্যক্তিকে ঔষধ পথ্য প্রদান না করিলে লোকে নিষ্ঠুরতা বলে, কিন্তু জ্ঞানহীন মূর্খদিগের আন্তরিক দুর্দ্দশা, ধর্ম্মহীন পাপ দগ্ধ মনুষ্যের হৃদয় যন্ত্রণা দূরীভূত না করিলে কেহই নিষ্ঠুরতা মনে করে না। দুঃখ দূর করাই যদি দয়ার কার্য্য হয়, তবে পাপযন্ত্রণা দূর করা অপেক্ষা পৃথিবীতে দয়ার কার্য্য আর কিছুই নাই। যাহারা কখন পাপের যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, তাহারাই জানে অন্ন দান অপেক্ষা স্বর্গীয় উপদেশের মূল্য কত অধিক। যে পাপের

যন্ত্রণা ভোগ করে সেই ব্যক্তিই পাপদগ্ধ মনুষ্যের জন্য অশ্রুপাত করে। বাগ্‌আঁচড়ার শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিলে ক্রন্দন না করিয়া থাকা যায় না। এক জন বিশুদ্ধজীবন ব্রাহ্ম বিদ্যালয় করিয়া সেখানে অবস্থিতি করিলে বিশেষ উপকার হয়। বাগ্‌-আঁচড়ায় এক জন ব্রাহ্ম আমাকে বলিলেন যে, "যদি উপবীত রাখা কপটতার চিহ্ন ও মহাপাপ তবে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য বেদান্তবাগীশ মহাশয়, বেচারাম বাবু ইহাঁরা উপবীত পরিত্যাগ না করিয়া বেদির কার্য্য করেন কেন? তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অনেকে উপবীত রাখা উচিত মনে করিবে।" এই সরল ব্রাহ্মভ্রাতার কথা শ্রবণ করিয়া আমি মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলাম। মনে করিলাম, ব্রাহ্মসমাজে এমন অসত্য ব্যবহার থাকা উচিত নহে। যদি ব্রাহ্মসমাজের এই কুরীতি সংশোধিত না হয়, তবে যে সমাজ অসত্যে প্রশ্রয় দেয় তাহার সহিত যোগ দিব না। তাহাতে সম্পাদক ও আচার্য্য ভক্তি-ভাজন কেশব বাবুর নিকট এই মর্ম্মে এক আবেদন পত্র লিখিয়া-ছিলাম যে, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ সমুদায় সমাজের আদর্শ, ইহাতে কোন অসত্য ব্যবহার থাকিলে তাহা সমস্ত সমাজে পরিগৃহীত হইবে। তখন আদি সমাজকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ বলা হইত। অতএব কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যগণ যদি উপবীতধারী হয়, তবে আমি সমাজকে অসত্যের আলয় বলিয়া পরিত্যাগ করিব। কেশব বাবু এই আবেদন পত্র দেবেন্দ্র বাবুকে প্রদান করেন। দেবেন্দ্র বাবু তখন উপবীত

ত্যাগ করিয়াছেন। এ জন্য তিনিও এই আবেদনে অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারাম বাবু কোন ক্রমেই উপবীত ত্যাগ করিবেন না। অতএব দুই জন উপবীতত্যাগী উপাচার্য্য পাইলেই তাঁহারাই কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের উপাচার্য্য হইবেন। ইহা শুনিয়া আসিয়া কেশব বাবু আমাকে এবং অন্নদা বাবুকে উপাচার্য্য হইতে অনুরোধ করিলেন। এ সময়ে ব্রাহ্মদের মধ্যে তিন চারি জন উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন, এ জন্য আমি উপাচার্য্য হইতে অসম্মত হইলাম। কেশব বাবু বলিলেন যে, তুমি সম্মত না হইলে এই কার্য্যটী সম্পন্ন হইবে না। তাঁহার বিশেষ অনুরোধে সম্মত হইলাম। পরে বিশেষ দিন ধার্য্য করিয়া অন্নদা বাবু পাকড়াশী মহাশয় এবং আমি উপাচার্য্য হইব বলিয়া তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। পাকড়াশী মহাশয় দেবেন্দ্র বাবুর নিকট ব্যক্ত করিলেন যে, তিনি উপবীত ত্যাগ করেন নাই। এই কথা শুনিয়া দেবেন্দ্র বাবু বিস্ময়াপন্ন হইয়া পাকড়াশী মহাশয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। যে তত্ত্ব-বোধিনীতে পাকড়াশী মহাশয়ের নাম ছিল, তাহা দগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার পত্রিকা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করা হইল। কিন্তু পাকড়াশী মহাশয় উপাচার্য্য না হওয়াতে সকলেই দুঃখিত হইলেন, কারণ পাকড়াশী মহাশয়ের সাধু ব্যবহারে তৎকালে সকলেরই মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। পরে দেবেন্দ্র বাবু নির্দ্দিষ্ট দিবসে আমাদিগকে উপাচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

সেইদিন অবধি আমি আর অন্নদা বাবু উপাচার্য্যের কার্য্য করিতে লাগিলাম।

একদিন দুই প্রহর বেলায় ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তলে বসিয়া রহিয়াছি, এমন সময়ে এক ব্যক্তি গরদের বস্ত্র, অঙ্গুরী ও এক খানি পত্র লইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইল। পত্রখানি দেবেন্দ্র বাবুর হস্তাক্ষরে লিখিত, কিন্তু তাঁহার বৈবাহিকের স্বাক্ষরিত। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল যে, অদ্য সায়ং-কালে আমার পৌত্রের নামকরণ হইবে। আপনি উপাচার্য্যের কার্য্য করিবেন এবং প্রেরিত বস্ত্র সকল গ্রহণ করিবেন।

বরণের দ্রব্যগুলি দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত আশঙ্কা হইতে লাগিল। মনে করিলাম এই সকল ব্যবহার প্রচলিত থাকিলে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে পৌরহিত্য প্রথা প্রচলিত হইবে সন্দেহ নাই। ইহা বিবেচনা করিয়া একখানি পত্র লিখিয়া বরণের দ্রব্যগুলি প্রতিপ্রেরণ করিলাম। আমি বরণ গ্রহণ করিলাম না বলিয়া দেবেন্দ্র বাবু প্রভৃতি সকলেই আমার প্রতি বিরক্ত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজে এই প্রথম বিরক্তির ভাব দর্শন করিলাম। তজ্জন্য আমার মনে এত দুঃখ হইয়াছিল যে, দেবেন্দ্র বাবুর নিকট ক্রন্দন না করিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না।

একদিন দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, আমি তোমাকে যেখানে যাইতে বলিব সেখানে যাইতে হইবে। সেই কথা শুনিয়া আমার মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। যে জীবন ঈশ্বরের চরণে

অর্পণ করিয়াছি, সে জীবনে কিরূপে মনুষ্যের দাসত্ব করিব? আমি দেবেন্দ্র বাবুকে বলিলাম "ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া প্রচার ক্ষেত্রে গমন না করিলে জগতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবে না। স্বাধীনভাবে প্রচার করিতে দিন, প্রচারের মধ্যে যেন সংসারের প্রভুত্ব প্রবেশ না করে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবেন্দ্র বাবু লজ্জিত হইয়া বলিলেন যে, "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সকল স্থানে গমন করিতে পারি না। এ জন্য যেখানে আমার যাইতে ইচ্ছা হয় সেখানে যদি তুমি গমন কর, তাহা হইলে আমার মনে বিশেষ আনন্দ হয়।" পরে বলিলেন যে, "স্বাধীন ভাবে ঈশ্বরের সত্য প্রচার কর; বীজ বপন কর, ঈশ্বরের কৃপাতে সুফল উৎপন্ন হইবে। ফলের জন্য চিন্তা করিও না, ফলদাতা ঈশ্বর তিনি তোমার সহায় থাকুন।"

এইরূপ দুই এক বিষয়ে দেবেন্দ্র বাবুর মতে যোগ দিতে না পারিয়া মনে করিলাম, যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করি তখন কাহারও নিকট পরিচিত ছিলাম না, একাকীই সংসারে বিচরণ করিতাম। কাহারও মতের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইত না। কিন্তু যতই অনেকের নিকট পরিচিত হইতেছি, ততই মত ভেদের আশঙ্কায় ভীত হইতেছি। সকলেই যদি ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করিয়া জীবন পথে বিচরণ করেন, তাহা হইলে কোন গোলযোগ হয় না। মনুষ্য ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আপনার মত জগতে প্রচার করিতে গেলেই পরস্পরের মতের সহিত বাদানুবাদ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সময়ে কতকগুলি ব্রাহ্ম মনে করিলেন যে, কেশব বাবু ব্রাহ্মসমাজের ভার লইয়া যেরূপ কাণ্ড আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতে পৌত্তলিক সমাজে মহা গোলযোগ হইবে। সপ্তাহান্তে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনা করিলেই হইল; পৌত্তলিকতা ছাড়িবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে অনেক ব্রাহ্ম অগ্রসর হইতে ভীত হইয়া দেবেন্দ্র বাবুর নিকট যাইয়া বলিতে লাগিলেন যে, "কেশব বাবুর হস্তে ব্রাহ্মসমাজের ভার দেওয়াতে সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি যেরূপ হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আর কিছুদিন তাঁহার হস্তে ব্রাহ্মসমাজের ভার থাকিলে ব্রাহ্মসমাজ লোকশূন্য হইবে, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবে না। এখনও যদি আপনি ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে চান, তবে শীঘ্র কেশব বাবুর নিকট হইতে ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করুন। বিশেষতঃ বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারাম বাবুকে উপাচার্য্য হইতে না দেওয়াতে তাঁহাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হইয়াছে। আপনি পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে উপাচার্য্য করুন।"

দেবেন্দ্র বাবুর একটী বিশেষ স্বভাব এই যে, কোন কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেই তিনি তাহাতে বিশ্বাস করেন। কতকগুলি বিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্রাহ্ম পুনঃ পুনঃ দেবেন্দ্র বাবুকে উত্তেজনা করাতে তিনি মনে করিলেন যে, যখন ইঁহারা এত আগ্রহের সহিত বলিতেছেন তখন ইহার প্রতিবিধান করা

কর্ত্তব্য। ইহার কিছু পূর্ব্বে কতকগুলি বিখ্যাত ব্রাহ্ম কলি-কাতা ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া বহুবাজারে একটী ব্রহ্মো-পাসনালয় সংস্থাপন করেন। তাঁহারা সংস্কৃত উপাসনা পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালায় নূতন উপাসনা পদ্ধতি মতে উপা-সনা করিতে লাগিলেন। ইঁহারা ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগের এই সকল কারণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, দেবেন্দ্র বাবু ব্রাহ্ম-সমাজের যে কোন কার্য্য করেন, তাহাতে কাহার মত গ্রহণ করেন না। তিনি কাহারও মত না লইয়া আপনা আপনি উচ্চ পদ গ্রহণ করেন, সমাজকে সাধারণের সম্পত্তি মনে না করিয়া আপনার সম্পত্তি জ্ঞানে যথেচ্ছ ব্যবহার করেন! কেহ তাঁহার অনুগত না থাকিলে তাহাকে অধার্ম্মিক বলিয়া ঘৃণা করেন। বিশেষতঃ সংস্কৃততে উপাসনা করা আমাদের মত নয়, এজন্য পৃথক্ সমাজ করিয়াছি। দেবেন্দ্র বাবু মনে করিলেন যে, কেশব বাবুর প্রতি বিরক্ত হইয়াই ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিতেছেন। এইরূপে পরস্পরের মনে সংশয় উপস্থিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যেরূপ অন্তরে বাহিরে সরল ভাবে আলাপ হইত, এখন তাহার কিছু বিপর্য্যয় ঘটিল। অনুধাবন পূর্ব্বক দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, কএকজন ব্রাহ্মের স্বার্থপরতা হইতেই ব্রাহ্মসমাজে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মগণ যদি আত্মার সদ্গতির জন্য—পরি-ত্রাণের জন্য ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে সহস্র মতভেদেও বিবাদ হইতে পারে না।

গোপনে গোপনে এইরূপ আলোচনা হইতেছে, ইহার মধ্যে ২০এ আশ্বিনের প্রবল বাত্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। কলিকাতা নগরে মহাপ্রলয় ঘটিল। প্রকাশ্য পথে বর্ষাকালের নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। পথের উভয় পার্শ্বে গৃহ সকল ভগ্ন হইতেছে, আহত ব্যক্তিদিগের ক্রন্দন ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কার সাধ্য গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারে? সে দিবস বুধবার, এ জন্য যতই বেলা অবসান হইতে লাগিল, ততই সমাজে যাইবার জন্য মনের ব্যস্ততা বৃদ্ধি হইল। ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে আর থাকিতে পারিলাম না। বন্ধু বান্ধব সকলেই বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমাজে যাইবার জন্য মন এত ব্যাকুল হইল যে আর কালবিলম্ব না করিয়া ব্রাহ্মসমাজে গমন করিলাম। সমস্ত পথে প্রায় সন্তরণ দিয়া যাইতে হইয়াছিল। সমাজে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, আর কেহই উপস্থিত হন নাই। আমি নিয়মিতরূপে উপাসনা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছি, পথিমধ্যে কেশব বাবুর সহিত দেখা হইল—তিনিও ব্রাহ্মসমাজে গমন করিতেছেন। পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত ব্রাহ্মসমাজে গমন করিলাম। সে দিন ব্রাহ্মসমাজের গম্ভীরভাবে পরলোকের গম্ভীরতা উপলব্ধ হইয়াছিল। পরে দুই জনেই গৃহে চলিয়া আসিলাম। এই বাত্যাতে ব্রাহ্মসমাজ গৃহটী ভগ্নপ্রায় হয়, এ জন্য সেখানে আর উপাসনা না হইয়া যত দিন সমাজ গৃহ পুনঃ সংস্কৃত না হইবে ততদিন দেবেন্দ্র

বাবুর বাটীতে উপাসনা কার্য্য হইবে, এইরূপ বিজ্ঞাপন প্রদান করা হইল। বাত্যার দিনের পর বুধবার অপরাহ্নে দেবেন্দ্র বাবু আমাকে বলিলেন যে, অন্নদা বাবু পীড়িত আছেন আসিতে পারিবেন না, অতএব তুমি ও পাকড়াশী মহাশয় অদ্য বেদীর কার্য্য কর। এই মর্ম্মে কেশব বাবুকেও এক খানি পত্র লিখিলেন। কেশব বাবু উত্তর দিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজের পবিত্র বেদীকে পৌত্তলিকতার চিহ্ন দ্বারা আর অপবিত্র করা উচিত নহে। আমি দেখিলাম যে, দেবেন্দ্র বাবু কতকগুলি পৌত্তলিক ব্রাহ্মের পরামর্শে পুনর্ব্বার উপবীতধারী ব্রাহ্মকে উপাচার্য্য করিয়া ব্রাহ্মসমাজের পবিত্রতা নষ্ট করিতেছেন। সুতরাং আমি ব্রাহ্মসমাজে গমন না করিয়া একটী বন্ধুর বাটীতে উপাসনা করিলাম। কারণ আমি ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই দেবেন্দ্র বাবু পাকড়াশী মহাশয়দ্বারা উপাসনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের এই সকল কার্য্য দেখিয়া কেশব বাবু ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কেশব বাবু পৃথক্‌রূপে প্রচার বিভাগ সংস্থাপন করিলেন। এই সময়েই ব্রাহ্মসমাজে দুইটী দল হইল এবং পরস্পরের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ প্রবেশ করিল; বিদ্বেষের কি আশ্চর্য্য শক্তি! দুই দিবস পূর্ব্বে যাঁহাকে প্রাণের বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছি, তিনিই এখন প্রধান শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিতে

প্রবৃত্ত হইলেন। সংসারের অর্থ সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয়, এখানে তাহা নহে, শুদ্ধ মতভেদই বিবাদের মূল। এক মতভেদে এতদূর বিবাদ হইতে পারে, তাহা স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই। মতভেদের মধ্যে স্বার্থপরতা না থাকিলে বোধ হয় এত অমঙ্গল হইত না।

যাঁহারা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজকে অসত্যের প্রশ্রয় দিতে দেখিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহারা মনে করিলেন যে যাহাতে চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র সত্য প্রচার হইতে পারে, প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মসমাজে গমন করিয়া দেখিলাম, অধিকাংশ সমাজে ব্রাহ্মগণ কেবল সপ্তাহান্তে উপাসনা করেন, প্রতিদিন উপাসনা করেন না, এবং পৌত্তলিকতার সহিত তাঁহাদের সম্পূর্ণ যোগ। এমন কি আমি উপবীতত্যাগী বলিয়া অনেক স্থানের ব্রাহ্মগণ আমাকে বাসায় স্থান দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। কেহ কেহ বাসায় স্থান দিয়া সমাজচ্যুত হইলেন। ব্রাহ্মগণ যাহাতে প্রতিদিন উপাসনা করেন এবং পৌত্তলিকতাকে সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করেন, সকল স্থানে এই বিষয়েরই আলোচনা করিতাম। কিন্তু সকল স্থানে বিশেষ ফল লক্ষিত হইল না। ঢাকাতে কতকগুলি ব্রাহ্ম প্রকাশ্যরূপে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহাদিগকে নির্যাতন করিবার জন্য ঢাকার হিন্দুগণ হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা সংস্থাপন করিয়া বিশেষ উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। আবার কতিপয়

অধিক বয়স্ক ব্রাহ্ম পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া স্বীয় মত সমর্থনে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পৌত্তলিকতা-ত্যাগী ব্রাহ্মগণ একটী সঙ্গত সভা সংস্থাপন করিয়া বিশেষ রূপে ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে পূর্ব্ব বাঙ্গলায় বিশেষ আন্দোলন। সঙ্গতস্থ ব্রাহ্মদিগের দিন দিনই ধর্ম্মোন্নতি হইতে লাগিল। তাঁহাদের মধ্যে কয়েক ভক্তের স্বর্গীয় প্রেম ভক্তি সকলেরই অনুকরণীয়। তাঁহাদের ভক্তি প্রেমে আমার পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল, তজ্জন্য আমি চিরদিন তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে পৌত্ত-লিকতার সংশ্রব পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ঢাকার ব্রাহ্মগণ যেরূপ ঈশ্বর লাভের জন্য পৌত্তলিকতার সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি প্রেমে বিগলিত হইয়াছিলেন, বরিশালের ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের সেরূপ ভাব লক্ষিত হইল না। তাঁহারা কর্ত্ত-ব্যের অনুরোধে সভ্যতা বৃদ্ধির জন্য পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রতিদিন ব্রহ্মো-পাসনা করিয়া কৃতার্থ হইতেন না। কেহ কেহ আমোদে পড়িয়া সভ্যতা স্রোতে ভাসমান হইয়াছিলেন। যাঁহাদিগের মন ঈশ্বর প্রেমে বিগলিত হইয়াছিল, তাঁহারা ভক্তি পূর্ব্বক প্রতিদিন পরব্রহ্মের পূজা করিয়া হৃদয় মন পবিত্র করিতেন। যাঁহারা আমোদে পড়িয়া যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা অধিক দিন স্থির থাকিতে না পারিয়া ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিলেন।

যে বরিশাল একদিন পূর্ব্ব বাঙ্গালার আদর্শ হইয়াছিল, এখন সেই বরিশালে ধর্ম্ম ভাবের অবনতি ও ব্রাহ্মসমাজের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া না কাঁদিয়া থাকা যায় না। পরিত্রাণার্থী হইয়া ধর্ম্ম পথে অগ্রসর না হইলে নিশ্চয়ই পতন হয় সন্দেহ নাই। মনুষ্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াও সভ্যতার আলোকে উজ্জ্বল হইতে পারে, কিন্তু সে সভ্যতা দ্বারা হৃদয় পবিত্র হয় না। যদ্দ্বারা হৃদয় মন পবিত্র হয়, প্রশস্ত হয়, জনসমাজের পাপতাপ দূরীভূত হইয়া প্রকৃত উন্নতি সংসাধিত হয় তাহাই প্রকৃত সভ্যতা। কোন দেশ বিশেষের আচরণকে সভ্যতা বলিয়া গণ্য করা যায় না। কারণ মনুষ্যের রুচির ভিন্নতা প্রযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন দেশে সভ্যতার লক্ষণও ভিন্ন ভিন্ন। ব্রাহ্মগণ কেবল ঈশ্বর লাভের জন্যই ব্যাকুল থাকিবেন, যাহা ঈশ্বর লাভে অনুকূল তাহাই তাঁহাদিগের একমাত্র কার্য্য, যাহা ঈশ্বর লাভে প্রতিকূল তাহা তাঁহারা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবেন। পৌত্তলিকতা ও পৌত্তলিকতার কোন প্রকার সংশ্রব ঈশ্বর লাভে প্রতিকূল, এই জন্যই ব্রাহ্মগণ অস্থির হইয়া পৌত্তলিকতার সংশ্রব হইতে দূরে যাইয়া দয়াময়ের অভয় পদ আশ্রয় করেন। আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি পরিত্রাণার্থী হইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ না করিলে কেহই চিরদিন স্থির ভাবে ব্রাহ্মসমাজে থাকিতে পারিবে না, ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেহ পৌত্তলিক কেহ নাস্তিক হইবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বরিশালে প্রথমে স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা লাভের সূত্রপাত দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। যে সকল ভগ্নী স্বাধীনতা লাভ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, প্রথম হইতেই তাঁহাদিগকে বলিয়া আসিতেছি যে, ভগ্নীগণ! ঈশ্বরের অধীন হওয়া—ধর্ম্মের অধীন হওয়াই প্রকৃত স্বাধীনতা। ঈশ্বরের অধীন হইয়া তাঁহার আদেশ পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও। তাঁহার আদেশ পালন করিতে গিয়া যদি পিতা, মাতা, স্বামী, পুত্র কন্যা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়, শরীর পর্য্যন্ত বলিদান দিতে হয় তাহাতেও পরাঙ্‌মুখ হইও না। সমাজ ভয়ে সত্যপালনে বিরত থাকাই প্রকৃত অধীনতা। আন্তরিক রিপুদিগকে বশীভূত করিয়া পবিত্র থাকাই যথার্থ স্বাধীনতা। রিপুদিগের অধীন হইয়া পাপের দাস হওয়াই প্রকৃত পরাধীনতা। পুরুষের সহিত প্রকাশ্যরূপে আলাপ করা, প্রকাশ্য পথে পদব্রজে অথবা অনাবৃত যানে বিচরণ করা, পুরুষদিগের সভায় উপস্থিত হইয়া স্বাধীনতা প্রদর্শন করা ইহার একটীকেও স্বাধীনতার লক্ষণ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ আমাদের দেশের নীচশ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ সর্ব্বত্র বিচরণ করে, সর্ব্বদা পুরুষ মণ্ডলীতে অবস্থিতি করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে স্বাধীন বলা যায় না। তাহারা সম্পূর্ণরূপে রিপুর অধীন, অথচ প্রচলিত দেশাচারকে অসত্য জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। বরিশালের ভগ্নীগণ এই সকল কথা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদেরই দুই এক জনের সৎসাহসে

তাঁহাদের স্ব স্ব স্বামী ধর্ম্মপথে অবিচলিত আছেন। প্রকৃত স্বাধীনতার সহিত উন্নতির পথে অগ্রসর না হইয়া, সভ্যতার গর্ব্বে আপনাকে উন্নত বলিয়া বিশ্বাস করিলে মন অহঙ্কৃত হয়, ধর্ম্মোন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ হয়। ইহা স্মরণ রাখিয়া সকলেরই সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব বাঙ্গালার ব্রাহ্মগণ যতই ব্রাহ্মধর্ম্মে দিন দিন অগ্রসর হইতে লাগিলেন, হিন্দু সমাজ ততই তাঁহাদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। অনেক ব্রাহ্ম পরিবার হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িলেন। আবার অনেক গুলি দুর্ব্বল ব্রাহ্ম অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া হিন্দুসমাজের শাসনানুসারে মস্তক মুণ্ডন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ অন্যায় বলিয়া আপনাপন আন্তরিক স্বার্থপরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই সকল দুর্ব্বল ভ্রাতার জন্য নির্জ্জনে কত অশ্রুপাত করিয়াছি, তাহা সেই অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু তাঁহারা গালি দিয়া পদাঘাত করিতে কিছুমাত্র ক্রুটি করেন নাই। যাঁহারা পূর্ব্বে আমার নাম শুনিয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিতেন, এখন সেই সকল হৃদয়বন্ধু ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কঠোররূপে নির্যাতন করিতে লাগিলেন। আমার জীবনের পরীক্ষায় দেখিয়াছি যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পৌত্তলিক, কি, নাস্তিক হইতে সংকল্প করেন, তাঁহারাই প্রথমে প্রচারকের দোষ অনুসন্ধান করিয়া লোকের নিকট তাঁহাকে অপদস্থ

করিতে যত্নবান্ হন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক হইলে দেবতা হওয়া যায় না, সকল মনুষ্যের হৃদয় যেমন দোষ গুণে সমন্বিত, প্রচারকের হৃদয়ও তদ্রূপ। এমন অনেক ব্রাহ্ম আছেন যাঁহারা প্রচারক অপেক্ষা অনেক পরিমাণে ধর্ম্মভাবে সমুন্নত। যাঁহারা প্রচারককে দোষশূন্য বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত সন্দেহ নাই! ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্যাগের সময় প্রচারকের প্রতি ভয়ানক বিদ্বেষ হয় কেন? প্রচারক সর্ব্বদাই সরলভাবে সত্য পালন করিতে বিশেষরূপে আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহাতে দুর্ব্বল হৃদয় বাস্তবিকই আঘাত প্রাপ্ত হয় ও ব্যথিত হয়। তাহারই পরিশোধ লইবার জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করিলে একখানি পৃথক পুস্তক লিখিতে হয়, এজন্য এ বিষয়ে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই।

এস্থলে ইহা উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক যে, প্রচার বিভাগ পৃথকরূপে সংস্থাপিত হইলে, কতিপয় ব্রাহ্ম ভ্রাতা বিষয় কর্ম্মের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া, সাংসারিক সুখ দুঃখের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, অভয়দাতা ঈশ্বরের চরণে সম্পূর্ণ শরণাপন্ন হইয়া প্রচারকের অনন্তব্রত গ্রহণ করিলেন। যে ব্রত অবলম্বন করিলে প্রাণান্তেও আর পরিত্যাগ করা যায় না, এই দেবপ্রকৃতি মহাত্মাগণ সেই প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ব্রহ্মনাম ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের যত্নে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইল।

তাঁহাদিগের পবিত্র জীবনের দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মদিগের বিশেষ উপকার হইতে লাগিল। তখন তাঁহাদের প্রেমপূর্ণ মুখশ্রী, স্বর্গীয় উৎসাহ, সাধারণ মনুষ্যের প্রতি আন্তরিক দয়া, পরস্পরের মধ্যে অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃপ্রণয়, উপাসনার প্রগাঢ়ভাব এসকল দর্শন করিয়া নিতান্ত পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়াছিল। এই সময়ের কিছুকাল পরেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের ব্রাহ্ম ইহাতে স্বাক্ষর করিয়া সভ্য হইলেন। কলিকাতা নগরে একটী উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যত্ন হইতে লাগিল। এখন প্রচারকগণ সাংসারিক দুঃখকে বিশেষরূপে বহন করিতে প্রস্তুত হইলেন। একে সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া ক্ষুধানলে দগ্ধ, তাহার উপর আবার পরিবারদিগের ভৎর্সনা, প্রচারকগণ ব্রতপালন জন্য সকল প্রকার কষ্টই বহন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহা-দের পরিবারবর্গ কষ্ট সহ্য করিতে কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না, বরং তাঁহাদিগকে অন্যায়রূপে কষ্ট দেওয়া হইতেছে, এ জন্য দুবেলা অভিসম্পাত করিতেন। পরিবারদিগের এই ভয়ানক গঞ্জনাই প্রচারকদিগের বৈরাগ্য শিক্ষার ও সহিষ্ণুতা অভ্যাসের বিশেষ অবলম্বন ছিল। এই সময়ে তাঁহাদিগের অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্ব, ইণ্ডিয়ান মিরার লেখা এবং কলিকাতা কালেজে শিক্ষকতার কার্য্য ছিল। প্রকাশ্যে একত্র উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। কেবল ব্রাহ্মিকা সমাজের কার্য্য স্থান বিশেষে নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহিত হইত। তখন ব্রাহ্মের

স্ত্রী হইলেই ব্যাকরণ অনুসারে ব্রাহ্মিকা নাম প্রাপ্ত হইতেন, নতুবা দুই চারি জন ভিন্ন অধিকাংশ ব্রাহ্মিকাই পৌত্তলিক ধর্ম্মে আস্থাম্বিতা ছিলেন—কেবল স্ব স্ব স্বামীর অনুরোধে ব্রাহ্মিকা সমাজে উপস্থিত হইতেন।

এই সময়ে ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুসারে অনুষ্ঠান লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতে লাগিল। বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে এই সকল কার্য্য যতই হইতে লাগিল, ততই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। দুর্ব্বল ব্রাহ্মগণ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইহার মধ্যে কেশব বাবু "যিশুখৃষ্ট ইয়োরোপ ও আসিয়া," এবং "গ্রেট্‌ম্যান্" এই দুইটী বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতাদ্বয়ের গূঢ় ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ কেশব বাবুকে খৃষ্টান বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অসদ্ভাব এতদূর প্রবল হইয়া উঠিল যে তাঁহারা মিথ্যা কথা বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া কেশব বাবু খৃষ্টান্ হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুজ্ঝটিকা যেমন সূর্য্যের আলোক আবরণ করিতে পারে না, তদ্রূপ অসত্য সত্যকে আবরণ করিতে কখনই সমর্থ হয় না। তাঁহারা যতই মিথ্যা চেষ্টা করিলেন, লোকে ততই তাঁহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিল। মনুষ্য বিদ্বেষ পরবশ হইলে কোন দুষ্কর্ম্মই তাহার অকৃত থাকে না। ধর্ম্ম লইয়া পরস্পর যেমন অকৃত্রিম

প্রণয় হইয়া থাকে, ধর্ম্মের নামে তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে বিদ্বেষের উৎপত্তি হয়। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের পিতা হইয়া পুত্রের প্রতি যে সকল দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাকে না অবগত আছেন? রোমান্ কাথলিক্ খৃষ্টানেরা প্রটেষ্টাণ্টদিগের প্রতি যেরূপ রোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহা শুনিতে হৃৎকম্প হয়। যদি ইংরাজ রাজ্যের প্রবল শাসন না থাকিত, তবে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ কেবল গালি দিয়া যে নিরস্ত হইতেন এরূপ বোধ হয় না। যাহাহউক ব্রাহ্মসমাজের এই দৃশ্য অত্যন্ত শোচনীয়। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া কে বলিতে পারে, ব্রাহ্মসমাজ শান্তি নিকেতন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা সমস্ত নরনারী এক পরিবার হইবে? বাস্তবিক যাহা ব্রাহ্মসমাজ তাহা শান্তিনিকেতন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা নিশ্চয়ই সমস্ত নরনারী এক পরিবার হইবে। কিন্তু কৃত্রিম ব্রাহ্মধর্ম্ম কপট ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা সে আশা কখনই পরিপূর্ণ হইবে না, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই সময়ে কিছু দিনের জন্য শান্তিপুরে গমন করিলাম। ব্রাহ্মসমাজের গোলযোগে আমার মন শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, অন্তরে সহিষ্ণুতা ছিল না, সদ্ভাব ছিল না, হৃদয় জিগীষাপরবশ হইয়া সর্ব্বদাই উত্ত্যক্ত থাকিত। দীর্ঘকাল উপাসনা করিতে সক্ষম হইতাম না। এই সকল কারণে অশান্তিতে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। বসন্ত কালে শান্তিপুরের গঙ্গার চড়ার শোভা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহিণী। রজতময় বালুকারাশির উপর চন্দ্রমার

শুভ্র জ্যোতিঃ নিপতিত হইলে কি আশ্চর্য্য শোভা হয় তাহা না দেখিলে অনুভব করা যায় না। উপরে ঐ অপূর্ব্ব শোভা নীচে আবার নির্ম্মলসলিলা গঙ্গা নদী ধীরবেগে মৃদু মৃদু কল্লোল ধ্বনিতে প্রবাহিত হইতেছে। সেই নির্ম্মল তরঙ্গমালায় চন্দ্রমা শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। মধ্যে মধ্যে জলচর পক্ষীগণের মধুর সঙ্গীতে সন্তাপিত হৃদয় শীতল না হইয়া থাকিতে পারে না। মস্তকের উপরে নীলনভস্তলে তারকাবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের মনোহারিণী শোভা। আমি প্রতিদিন শোভা সম্ভোগ করিতে গিয়া নির্জ্জনে চিন্তা করিতাম, যে, হায়! দয়াময় ঈশ্বর যে হস্তে এই সমস্ত শোভার ভাণ্ডার প্রকৃতি পুঞ্জকে সৃজন করিয়াছেন, এই নরাধমকেও সেই হস্তে সৃজন করিয়াছেন, সৃষ্টি কাল অবধি প্রকৃতির শোভা একই ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু আমার হৃদয়ের শোভা কে হরণ করিল? দিন দিন যতই এই শোভা দেখিতে লাগিলাম, ততই হৃদয় ব্যাকুল হইতে লাগিল, প্রাণ অস্থির হইল আর কিছুই ভাল লাগে না। এই অসহ্য দুঃখের সময় শান্তিপুর নিবাসী ভগবদ্ভক্ত ৺ হরিমোহন প্রামাণিক মহাশয়কে আমার দুর্দ্দশার কথা বলি। তিনি দয়া করিয়া আমাকে "চৈতন্য চরিতামৃত" পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। হরি বাবু পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তিনি শান্তিপুরে জুতা পায়ে দিতেন না। এমন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব হইলেও তাঁহার সাম্প্রদায়িক ভাব ছিল না। তিনি বলিতেন, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতী রাধিকা মহাভাব, অতএব

প্রভু! আমিও ব্রহ্মজ্ঞানী। এইরূপ মধুর কোমল বাক্যে তিনি আমার দগ্ধ হৃদয়ে প্রেমবারি সিঞ্চনে আমাকে সুশীতল করিতেন। ভক্তিভাজন মহাত্মা হরিমোহন প্রামানিক আমার ধর্ম্ম জীবনে একজন গুরু। আমি তাঁহাকে প্রণাম করি। চৈতন্য চরিতামৃত নামক বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ আমার হস্তগত হইল। এই পুস্তক খানি প্রথমে কিছু কঠোর বোধ হইয়াছিল, পরে যতই পাঠ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলাম, ততই অমৃত খনি আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। মহাত্মা চৈতন্যের বিনয় ভক্তি, অনুরাগ, ব্যাকুলতা, ঈশ্বর দর্শন ও সম্ভোগ এবং উন্নতাত্মা পাঠ করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার জীবনের সম্পূর্ণ হীনতা অনুভব করিলাম। আহা! এস্থলে মহাত্মা চৈতন্যকে গুরু বলিয়া ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহার জীবনী পাঠ করিয়া আমার অহঙ্কার চূর্ণ হইল, ঈশ্বর দর্শন ও সাধনের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃতার্থ হইলাম। "জীবে দয়া নামে ভক্তি" ইহার তত্ত্ব হৃদয়ে প্রবেশ করিল। বাহিরের ধর্ম্মানুষ্ঠান যে, পরলোকের সম্বল নহে, কেবল দয়াময়ের অভয় চরণই সম্বল, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইল। তখন অসহনীয় অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। হায়! আমি এতদিন কি করিলাম? জীবনের একদিনও সাধন করি নাই, আমার গতি কি হইবে? এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সাধন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইলাম। কিন্তু কিরূপে সাধন করিতে হয়, তাহা জানি না, কেবল প্রেমভক্তি লাভের জন্য

প্রার্থনা করিতাম। এই সময় বন্ধুবর নীলকমল দেব মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপে গমন করি। নবদ্বীপে সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর নিকট উপস্থিত হইয়া কিরূপে ভক্তি হয় জিজ্ঞাসা করি। "ভক্তি" এই কথা আমার দগ্ধ মুখ হইতে বাহির হওয়াতে চৈতন্যদাস বাবাজীর এতদূর প্রেমোচ্ছ্বাস হইল যে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত এমন কি মস্তকের টিকি পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিল। তিনি দয়া করিয়া উপদেশ দিলেন যে, "যদি প্রেমভক্তি লাভ করিতে চাও, তবে দীন হীন অকিঞ্চন হও। অন্তরে একবিন্দু অহঙ্কার থাকিলেও ভক্তিলাভ হইবে না। জলস্রোত যেমন ঊর্দ্ধগামী হয় না, ভক্তিও তদ্রূপ অহ-ঙ্কৃত মনে উদিত হয় না।" সেই প্রেমিক মহানুভব চৈতন্য দাসের উপদেশ শিরোধার্য্য করিলাম। মনে বড় ভয় হইতে লাগিল। কারণ আমার স্বভাব অত্যন্ত উদ্ধত, অসহিষ্ণু— বলিতে কি আমার ন্যায় ক্রোধী লোক জগতে অল্পই আছে। এই পর্ব্বত চূর্ণ করিয়া ভূমিসাৎ করা সহজ কথা নহে। তবে বোধ হয় আমার ভাগ্যে ভক্তির উদয় হইবে না, এই চিন্তায় সর্ব্বদা বিষন্ন থাকিতাম। ইহার মধ্যে চরিতামৃত গ্রন্থে এই কবিতাটী পাঠ করিলাম যথা ঃ—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং জগদীশ ন কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাৎ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

হে জগদীশ্বর! আমি ধন জন সুন্দরী কবিতা এসকল কিছুই প্রার্থনা করি না। জন্ম জন্ম তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক।

এস্থলে অহৈতুকী ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া মনে করিলাম কোন প্রকার হেতু হইতে যাহার উৎপত্তি হয় না, অর্থাৎ যাহার উৎপত্তিতে আপনার কোন প্রকার সাধুকার্য্য কিছুমাত্র সাহায্য করে না তাহাকেই অহৈতুকী ভক্তি বলে। দয়াময় ঈশ্বর কৃপা করিয়া এই ভক্তি প্রদান করেন। আমি ভক্তির জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিলে দয়াময় পিতা কখনই নিরাশ করিবেন না। প্রেম ভক্তিহীন ধর্ম্মসাধনহীন ধর্ম্ম বাস্তবিক ধর্ম্ম নহে। বাহিরের কতকগুলি অনুষ্ঠান দ্বারা হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয় না, সুতরাং যাঁহারা কোন বাহিরের অনুষ্ঠানকে প্রধান মনে করেন, তাঁহারা ধর্ম্মরাজ্যে প্রতারিত সন্দেহ নাই। কারণ আমি জীবনের পরীক্ষাতে দেখিয়াছি, কেবল বাহিরের অনুষ্ঠানকে ধর্ম্ম মনে করিলে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। হৃদয়ে প্রেমভক্তি হইলে বাহিরের অনুষ্ঠানও হয়, অথচ হৃদয় বিনীত থাকে।

কলিকাতায় আসিয়া দেখি ভক্তিভাজন কেশব বাবু প্রচারক ভ্রাতাদিগকে লইয়া প্রতিদিন বিশেষরূপে উপাসনা ও আলোচনা করিতেছেন। তখন প্রতিদিন এমনই জীবন্তভাবে উপাসনা হইত যে, কেহই তাহা ত্যাগ করিয়া শীঘ্র বাসায় আসিতে পারিতেন না। এইরূপ আলোচনা হইতে লাগিল যে, সত্যং জ্ঞানমনন্তং প্রভৃতি ঈশ্বরের স্বরূপগুলি অন্তরে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে হইবে। সমস্ত স্বরূপকে বিশেষরূপে হৃদয়ে দর্শন করাকেই ধ্যান কহে। এই স্বরূপ গুলি এমনি আয়ত্ত করিতে

হইবে যে একটী স্বরূপও যেন বৃথা উচ্চারিত না হয়। পূর্ব্বে স্বরূপের মধ্যে পবিত্রতার ভাব ছিল না। এজন্য পরে 'শুদ্ধম-পাপবিদ্ধং' এই পদটী সন্নিবেশিত হয়। উপাস্য দেবতার সমস্ত স্বরূপ সমগ্রভাবে ধ্যান না করিলে হৃদয় পূর্ণ ব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যিনি যে স্বরূপের ধ্যান না করিবেন তাঁহার জীবনে সেই বিষয়ে ত্রুটী থাকিবে। তখন বৃথা আলোচনা হইত না, ধ্যান বিষয়ে যাই এইরূপ আলোচনা হইয়াছে অমনি সকলে নির্জ্জনে ধ্যান করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া ধ্যান ধারণা করিতেন। এইরূপ উপাসনার যে সকল অঙ্গ আছে, প্রত্যেক অঙ্গের প্রত্যেক শব্দকে সাধন করিতে বিশেষরূপে চেষ্টা হইতে লাগিল। উপাসনার অঙ্গগুলি এতদূর সাধিত হইল যে, সমস্ত দিন অনাহারে উপাসনা করিলেও কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হইত না। উপাসনা যেমন মধুর হইতে লাগিল, পরস্পরের প্রতি অনুরাগও তদনুরূপ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময়ে আমার অগ্রজ ৺ ব্রজগোপাল গোস্বামী কলিকাতায় আমার বাসায় আসিয়া "কানু পরশমণি" এই সংকীর্ত্তন করেন, শুনিয়া ব্রাহ্মসমাজে সংকীর্ত্তন করিতে বড় সাধ হইল, ভক্তিভাজন কেশব বাবুকে মনের ভাব জানাইলাম। কেশব বাবু খোল বাজাইয়া কীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন। ক্রমে খোল আসিল, সঙ্কীর্ত্তনের স্বরে সঙ্গীত প্রস্তুত হইল। কিছুদিন কীর্ত্তন করিতে করিতে অনেকে অহৈতুকী ভক্তি যোগে বিগলিত হইলেন।

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের এক কল্যাণকর যুগান্তর উপস্থিত হইল। ১৭৮৯ শকের ৯ই অগ্রহায়ণ প্রথম ব্রহ্মোৎসব হইল। ব্রহ্মোৎসবের বর্ণনা কে করিবে? "পৃথিবী স্বর্গের প্রায়, মনুষ্য দেবতা হয়।" সেই দিন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। অনেক সময় বোধ হইয়াছিল, যেন স্বর্গে দেবতাদিগের সহিত সমস্বরে পরব্রহ্মের চরণ পূজা করিতেছি। সে দিন ভক্তিভাজন দেবেন্দ্র বাবু উপাসনায় যোগ দিয়া বিশেষরূপে আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আমার জীবনের যেরূপ সম্বন্ধ, তজ্জন্য তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এই উৎসবে অনেকের মন পরিবর্ত্তিত হইল। সমস্ত দিন একাসনে ব্রহ্মোপাসনা করিলে কাহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত না হইয়া স্থির থাকিতে পারে না।

ব্রহ্মোৎসবের পর সঙ্কীর্ত্তনের বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল। কলিকাতায় যেমন কীর্ত্তন হইতে লাগিল, তদ্রূপ অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মসমাজেও কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। পরিশেষে পূর্ব্ববাঙ্গালায় ঢাকা নগরে বিশেষরূপে কীর্ত্তনের উন্নতি হইল। সঙ্গতের ব্রাহ্মভ্রাতাগণ বিশেষ উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্ববাঙ্গালার বিশেষতঃ বরিশালের ও ঢাকার সভ্যাভিমানী কৃতবিদ্যম্মন্য ব্রাহ্মগণ কীর্ত্তনকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। সোমপ্রকাশ সম্পাদক কীর্ত্তন অনুমোদন করেন না, অতএব কীর্ত্তন ভাল নহে, অনেকের মুখে এইরূপ যুক্তি

শ্রবণ করিয়াছি। আমি বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, উপাসনাতে যাঁহাদের অনুরাগ অত্যল্পমাত্র, তাঁহারাই কীর্ত্তনের বিশেষ বিদ্বেষী। ঢাকার দুই একজন প্রাচীন ব্রাহ্ম কীর্ত্তনে দেবেন্দ্র বাবুর মত নাই বলিয়া কীর্ত্তনে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু বলেন যে, কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে হৃদয় বিগলিত হইয়া থাকে। এই সময়ে ভক্তিভাজন কেশব বাবু সপরিবারে কিছুদিন মুঙ্গেরে অবস্থিতি করেন। কয়েক জন ভক্ত বৈষ্ণব মুঙ্গেরে থাকিতেন, তাঁহাদের ভক্তির বলে মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ জীবন লাভ করিল। কেশব বাবু ইহাঁদের ভক্তিভাবে মুগ্ধ ও উপকৃত হন। তাঁহার মধুময় উপদেশে এবং সাধুদৃষ্টান্তে মুঙ্গেরে ভক্তি স্রোত প্রবাহিত হইল। ঘোর সংসারী বিষয়ীলোকও আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মদিগের বিনয়. ভক্তি এবং পরস্পরের মধ্যে প্রণয় ও সদ্‌ভাব দেখিলে স্বর্গের অবস্থা বোধ হইত। মুঙ্গেরের জীবন্ত উপসনায় যোগ দিলে নিতান্ত পাষণ্ডের মনও বিগলিত হইত। অনেক পাপী তাপী মুঙ্গেরের ভক্তি স্রোতে ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছেন। মুঙ্গেরের সেই অবস্থা দর্শন করিয়া মনে করিয়াছিলাম, ব্রাহ্মসমাজ বুঝি স্বর্গধাম হইল। মনুষ্য সন্তানকে কাতর দেখিলে দয়াময় পিতা স্বর্গের ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। মনুষ্য আপনার দোষে তাহা চিরদিন ভোগ করিতে পারে না। দুই একজন ব্রাহ্মের প্ররোচনায় মুঙ্গেরের ভক্তি স্রোতে কিছু পরিমাণে কুসংস্কার

প্রবেশ করিল। কেহ কেহ আমাকে স্পষ্টাক্ষরে বলেন, কেশবচন্দ্র সেন পূর্ণব্রহ্ম। পৃথিবীতে অবতীর্ণ, তজ্জন্য ভক্তির অপব্যবহার হইতে লাগিল। এই সময়ে কেশববাবু সিমলা পর্ব্বতে গমন করেন। মুঙ্গেরে ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন অধিক পরিমাণে অসত্য মিশ্রিত হইতে লাগিল। কেহ সদ্‌ভাবে সরলভাবে অসত্যের প্রতিবাদ করিলে, মুঙ্গেরের ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে নাস্তিক অবিশ্বাসী পাষণ্ড বলিয়া তিরস্কার করিতেন, সুতরাং কেহ সাহস পূর্ব্বক প্রতিবাদ করিতে সক্ষম হইত না। কিছুদিন পরে কেশব বাবু সিমলা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার আগমনে ভক্তিস্রোত আরও শত গুণ বৃদ্ধি হইল। কিন্তু অসত্য তিরোহিত হইল না। সুতরাং আমি দুঃখিত হৃদয়ে অসত্যের প্রতিবাদ করিলাম। চতুর্দ্দিকে মহা আন্দোলন হইল। অনেক সংবাদ পত্রের সম্পাদক এ বিষয়ে সাহায্য করিলেন, কিন্তু তাঁহারা এই সুযোগে ব্রাহ্মদিগের প্রতি অনেক বিদ্রূপ কটূক্তি বর্ষণ করিয়া স্ব স্ব বিদ্বেষ ভাবও চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক আমার প্রতিবাদে কেশব বাবু পর্য্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। যে সকল বন্ধু বান্ধব অন্তরের সহিত আমাকে স্নেহ করিতেন, তাঁহারাও ঘৃণাপূর্ব্বক আমাকে অবিশ্বাসী, নাস্তিক, পাষণ্ড বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। কোন কোন ব্রাহ্মভ্রাতা এতদূর ক্রোধান্ধ হইয়াছিলেন যে, আমাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত ছিলেন। বোধ হয় আমি যে এখনও কোন

কোন ভ্রাতার নিকট ঘৃণিত এবং অবিশ্বাসের পাত্র রহিয়াছি, এই ঘটনাই তাহার মূলকারণ। কেশব বাবুর উপদেশ এবং বিশেষ চেষ্টায় যে অসত্য লইয়া বিবাদ হইতেছিল, তাহা তিরোহিত হইল। বিশেষতঃ যে দুই জন কেশব বাবুকে অবতার মনে করিতেন, তাঁহারা কেশব বাবুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি অস্বীকার করিলেন, তখন তাঁহারা কেশব বাবুকে ভণ্ড বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিলেন। এই কারণে বিশেষ সাবধান হইলেন। যাঁহারা অসত্য ব্যবহার করিতেন তাঁহারা আর করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। পুনর্ব্বার আমি বন্ধুদিগের সহিত সম্মিলিত হইলাম। বন্ধুদিগের প্রতি আমার কিছুমাত্র অসদ্ভাব ছিল না। অসত্য দূরীভূত করিবার জন্যই বিশেষ চেষ্টা ছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে মুঙ্গেরের যে দুইজন ব্রাহ্মের প্ররোচনায় মুঙ্গেরের সমাজে অসত্য আসিয়াছিল, তাঁহারা এই অসত্যের তিরোধান দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তাভজা হইলেন। কিন্তু অসত্যের প্রতিবাদ না হইলে মুঙ্গেরের অনেক ব্রাহ্ম কর্ত্তাভজা হইতেন তাহার সন্দেহ নাই।

এই সকল গোলযোগের কিছু দিন পরে কলিকাতার ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৭৯১ শকের ৭ই ভাদ্র রবিবার এই স্মরণীয় শুভ দিন। সে দিনের জীবন্ত উপাসনায় ও স্বর্গীয় উৎসাহে ব্রাহ্মদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। অনেকগুলি উৎসাহী যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এক্ষণ হইতে

ব্রহ্মমন্দিরের জীবন্ত উপাসনায় বিশেষ উপকার হইতে লাগিল। যাঁহারা কোন দিন ব্রাহ্মসমাজে গমন করেন নাই, এমন অনেক লোক ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিতরূপে আসিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মিকা ভগ্নিগণও ব্রহ্মমন্দিরে যবনিকার অন্তরালে বসিয়া পরম পিতার পূজা করিতে সমর্থ হইলেন। কেশব বাবুর স্বর্গীয় উপদেশে উপাসক মণ্ডলীর বিশেষ উপকার হইতে লাগিল। যতদিন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও অনুরাগ থাকিবে, ততদিন প্রত্যেক ব্রাহ্ম কেশব বাবুর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিবেন। যিনি উপ-দেষ্টাকে কৃতজ্ঞতা প্রদান না করেন, তাঁহার অকৃতজ্ঞ হৃদয় কখনই ধর্ম্মার্থী নহে।

কিছুদিন পরে কেশব বাবু ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলে, অল্প দিনের মধ্যেই ব্রাহ্মবিবাহ বিধি লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতে লাগিল। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ বিবাহ বিধির প্রতিবাদ করিতে গিয়া অত্যন্ত অসত্য ব্যবহার অবলম্বন করিলেন। সেই অসত্য ব্যবহারের প্রতিবাদ করাতে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মগণ স্বার্থপরতা অহঙ্কার পরিত্যাগ না করিলে মধ্যে মধ্যে বিবাদ কলহ হইবেই হইবে, ব্রাহ্মসমাজ শান্তি নিকেতন হইবে না। আপনার ক্ষুদ্রতাকে, দুর্ব্বলতাকে, অসত্য মনকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া প্রচার না করিয়া যাহা প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম কি অন্য কোন ধর্ম্মের শাখা বিশেষ

নহে। সর্ব্বদেশে সকল কালে সকল জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকার। এক সূর্য্য যেমন সমস্ত পৃথিবীতে আলোক দান করে, ব্রাহ্মধর্ম্মও সেইরূপ সমস্ত পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম্ম। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম উদার, পূর্ণ, পবিত্র এবং মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়। স্বর্গরাজ্য লাভের এই এক মাত্র পথ। একাকী ধর্ম্মসাধন করিলে মুক্তি হয় না। সকলে এক পরিবারে বদ্ধ হইয়া পরিত্রাণার্থী হইয়া স্বর্গরাজ্যে গমন করিতে হইবে। একাকী ধর্ম্মপথে গমন করা স্বার্থপরতা। সকলকে লইয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। এই সত্য জীবনে পালন করিবার জন্য ভক্তিভাজন কেশব বাবু ভারতাশ্রম সংস্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মগণ পরস্পরে স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইয়া দয়াময় পিতার চরণ পূজা করিয়া পরিত্রাণ পাইবেন, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের আদর্শ প্রকাশিত হইবে, ভারতাশ্রমে সেইরূপ উপাসনাদি হইতে লাগিল। দয়াময় পরমেশ্বর বিশেষ বিশেষ অভাব দূর করিবার জন্য সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ উপায় বিধান করেন। ভার-তাশ্রমকেও দয়াময়ের সেই বিধান বলিয়া স্বীকার না করিলে, ইহার মহত্ত্ব অনুভব করা যায় না। স্বর্গের মহৎ সত্যও মনুষ্যের হস্তে পড়িয়া বিকৃত হইয়া যায়। আমরা যদি চেষ্টা না করি, তবে ভারতাশ্রমের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। যাহাতে পরস্পরের উপাসনা জীবন্ত হয়, সদ্ভাবের বৃদ্ধি হয় সর্ব্বদাই ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই ভারতা-শ্রমের পবিত্র কার্য্য সাধনে কেশব বাবু ব্রতী হইয়াছিলেন

এবং অন্যান্য ভ্রাতা ভগিনীরা ইহার সহকারিতা করিতেছিলেন।

এই উন্নতির সময়ে কতকগুলি ব্রাহ্ম এই বলিয়া আন্দোলন উপস্থিত করিলেন যে "ব্রাহ্মিকাদিগকে ব্রহ্মমন্দিরে যবনিকার অভ্যন্তরে বসিতে দেওয়া উচিত নহে। তাঁহারা বাহিরের পুরুষদিগের সঙ্গে বসিবেন। যদি ভ্রাতা ভগ্নী এক সঙ্গে উপাসনা করিতে না পারি, তবে আমরাও মন্দিরে উপাসনা করিতে গমন করিব না।" আচার্য্য মহাশয় এ প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন না, কিন্তু ব্রাহ্মিকাদিগের জন্য প্রকাশ্য স্থান নির্ণয় করিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। এই অবকাশে প্রস্তাবকারিগণ স্ত্রী-পুরুষে একত্রিত হইয়া পৃথক্ স্থানে ব্রাহ্মসমাজ করিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আরও অগ্রসর হইলেন, কেশব বাবু এবং দুই এক জন প্রচারকের প্রতি বিরক্ত হইয়া দেবেন্দ্র বাবুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেবেন্দ্র বাবু রাজনারায়ণ বাবুকে ঐ সমাজের উপাচার্য্য মনোনীত করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মেরা পৃথক্ হইয়া প্রকাশ্যে এবং গোপনে প্রচারকদিগের দোষ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। যে সকল ব্রাহ্ম পূর্ব্ব হইতে প্রচারকদিগের প্রতি বিরক্ত ছিলেন, তাঁহারা এই সুযোগে মন্দির ত্যাগী ব্রাহ্মদিগের সহিত মিলিত হইয়া প্রচারকদিগকে নির্যাতন করিতে লাগিলেন। প্রচারকগণ ধর্ম্মের অনুরোধে সাধারণের হিতের জন্য মধ্যে মধ্যে সাধারণের দুর্ব্বলতা উল্লেখ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য অনেকেই মনে মনে বিরক্ত থাকেন,

সময় পাইলেই মনের ভাব প্রকাশ করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে যাঁহারা অত্যন্ত বিনীত ও কৃতজ্ঞ ছিলেন, অল্পদিন মধ্যে তাঁহারাও চক্ষুলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া উদ্ধত ও অকৃতজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। আমি পূর্ব্ব হইতে দেখিয়া আসিতেছি, বিদ্বেষ কলহ বিবাদ ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজে কোন পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয় নাই। অল্প দিনের মধ্যে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হওয়াতে ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে সদ্‌ভাব ভ্রাতৃভাব তিরোহিত হইতেছে। প্রকৃত ধর্ম্মার্থী হইয়া পরিত্রাণের জন্য ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলে সহস্র পরিবর্ত্তনেও ভ্রাতৃভাবের অভাব হয় না। এই আন্দো-লনে অনেক অল্প বয়স্ক ব্রাহ্মের বিশেষ অপকার হইয়াছে। কেহ কেহ প্রচারকদিগকে তিরস্কার করিয়া বাটী গিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পৌত্তলিক হইয়া পড়িয়াছেন।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, প্রচারকগণ স্ত্রী স্বাধীন-তার বিরোধী নহেন, তবে তাঁহাদিগের সহিত স্ত্রী-স্বাধীনতা-প্রিয় ব্রাহ্মদিগের বিবাদ হইল কেন? প্রচারকগণ স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধী নহেন। তাঁহারা বলেন স্বাধীনতা অন্তরে—স্বাধীনতা বাহিরে নাই। মন জ্ঞান ধর্ম্মে সমুন্নত না হইলে প্রকৃত স্বাধী-নতা লাভ করা যায় না। অতএব স্ত্রীজাতিকে প্রথমে জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত করিতে হইবে। জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি দ্বারা কর্ত্তব্য বুদ্ধি বলবতী হইলে, বিবেক প্রস্ফুটিত হইলেই স্ত্রীজাতি স্বাধীনভাবে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি না হইলে মন নিকৃষ্ট বৃত্তির অধীন হইয়া স্বেচ্ছাচারী

হয়, স্বাধীনভাবে ধর্ম্মভাবে কোন কার্য্য করিতে পারে না। বিলাসিতাকে স্বাধীনতা বলিয়া গণ্য করা যায় না। অতএব স্ত্রীজাতি যাহাতে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু স্বাধীনতার নাম লইয়া স্ত্রীজাতিকে স্বেচ্ছাচারিণী করা উচিত নহে। স্ত্রীস্বাধীনতাপ্রিয় ব্রাহ্মগণ প্রচারকদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের উপর গালি দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজে যে কিছু শান্তি সদ্‌ভাব ছিল, এই আন্দোলনে তাহাও তিরোহিত হইতে লাগিল।

কিছুদিন পরে আচার্য্য মহাশয় মন্দিরে আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া মন্দিরত্যাগী ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে আহ্বান করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ আগমন করিলেন না। তাঁহারা রাজনারায়ণ বাবুকে উপাচার্য্য করিয়া পৃথক সমাজই রাখিলেন। রাজনারায়ণ বাবু এই অবকাশে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সংকীর্ণ মত প্রচার করিতে বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন।

আমি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া যে যে পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়াছি এবং প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল অসদ্‌ভাব অশান্তি উপস্থিত হইয়া, ব্রাহ্মসমাজকে ছারখার করিয়াছে সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করিলাম। উল্লিখিত বিষয় সকল স্থিরভাবে আলোচনা করিলে বর্ত্তমান সময়ের অসদ্‌ভাব বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ অনুভূত হইবে।

প্রত্যেক ব্রাহ্ম পরিত্রাণার্থী হইয়া ঈশ্বরলাভে ব্যাকুল হইলে কোন প্রকার বিবাদই হইতে পারে না। অতএব নিম্নে যে সকল নিয়ম নির্দ্দেশ করিতেছি ব্রাহ্মগণ যদি তদনুরূপ জীবনযাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই।

১। প্রতিদিন অন্যূন তিনবার পরব্রহ্মের উপাসনা করিবে। অভ্যস্ত কতকগুলি বাক্য বলিয়া উপাসনা শেষ না করিয়া জীবন্তভাবে উপাসনা করিতে হইবে। উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মসাধন আরম্ভ করিতে হইবে। প্রথমে বাহ্য জগতের শোভা সৌন্দর্য্যের মধ্যে ঈশ্বরের শোভাসৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে হইবে। এমনই অভ্যাস করিতে হইবে যে, বাহ্য সৌন্দর্য্যে ঈশ্বরের শোভা না দেখিলে সকল সুন্দর পদার্থকেই শূন্য বোধ হইবে, যেখানে প্রকৃতি স্বাভাবিক শোভায় পরিপূর্ণ, সেখানে ঐ প্রকার সাধন করা কর্ত্তব্য। এই সাধন অভ্যস্ত হইলে সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে সকল স্থানেই উপলব্ধি করা যাইবে। পাপ করিতে আর সাহস থাকিবে না। এই সাধন বিশেষরূপে আয়ত্ত হইলে মন আর উহাতে সন্তুষ্ট থাকিবে না। তখন মনে হইবে যে চক্ষু যদি অন্ধ হয়, তবে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে তাঁহাকে কিরূপে দর্শন করিব? অতএব দয়াময় নামের মধ্যে তাঁহাকে সাধন করিতে হইবে। নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইলে নাম সাধন সার্থক হইবে। নাম সাধন করিতে

করিতে নাম আর তিনি অভিন্ন হইবেন। তখন নামকে গুটিকত অক্ষর বলিয়া বোধ হইবে না, নামের ভাবের মধ্যে পূর্ণব্রহ্মকে দর্শন করিয়া প্রাণমন শীতল হইবে। নাম সাধন হইলে অন্তরে পিতার সহিত যোগসাধন করিতে বিশেষ ব্যাকুলতা হইবে। অন্তরে দয়াময় পিতা প্রকাশিত হইবেন, হৃদয় অনিমেষ লোচনে তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইবে। এই যোগসাধনই পরলোকের একমাত্র সম্বল। এই ত্রিবিধ সাধন দ্বারা বিনীত হইয়া দীন হীন ভাবে পিতার চরণে পড়িয়া থাকে। নিন্দা প্রশংসায় সাধকের মন বিচলিত হয় না; সুতরাং তাঁহার নিকট বিবাদ বিসম্বাদ অসম্ভব হয়। প্রত্যেক ব্রাহ্ম এরূপ সাধন আরম্ভ না করিলে ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল হইবে না। সাধন না করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

২। কেহ বিশ্বাস বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারিবেন না। মনে যাহা সত্য জানিবেন, কার্য্যে তাহা পরিণত করিবেন। সহস্র ক্ষতি হইলেও কপট আচরণ করিতে পারিবেন না।

৩। কেহ ভ্রাতার কথায় অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না।

৪। সুরাসক্তি, মাদক-সেবন, কোন প্রকার মিথ্যাকথা, মিথ্যা ব্যবহার, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা, ব্যভিচার, পরনিন্দা, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি পাপাচরণ করিলে তাহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে।

৫। ব্রাহ্ম যেমন ঘৃণার সহিত পাপকার্য্য পরিত্যাগ

করিবেন, তেমনই শ্রদ্ধার সহিত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। পাপ করা যেমন অধর্ম্ম, কর্ত্তব্য পালন না করা সেইরূপ অধর্ম্ম।

৬। কাহার দোষ দেখিলে, তাহার দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে এবং গোপনে তাঁহাকে সংশোধন করিবে। ভ্রাতার দোষ লইয়া উপহাস করিবে না।

৭। যেমন নির্জ্জনে উপাসনা করিবে, তেমনি নিয়মিতরূপে সামাজিক উপাসনা করিবে।

৮। স্বীয় দুর্ব্বলতাকে সমর্থন না করিয়া বিনীতভাবে দুর্ব্বলতা স্বীকার করিবে।

৯। কেহ ঈশ্বরের নাম লইয়া উপহাস করিলে কর্ণে হস্ত দিয়া তাহার কথাকে অগ্রাহ্য করিবে।

১০। ঈশ্বর, পরলোক, প্রার্থনা, পাপপুণ্য, প্রায়শ্চিত্ত, মুক্তি, অনন্ত উন্নতি প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

এই দশটী নিয়ম ব্রাহ্মসমাজে শাসনরূপে না থাকিলে ব্রাহ্মগণ সদ্ভাব ও শান্তি ভোগ করিতে সক্ষম হইবেন না। ব্রাহ্মদিগের বর্ত্তমান জীবন ধর্ম্মহীন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সাধন আরম্ভ না হইলে প্রকৃত ধর্ম্ম ব্রাহ্মসমাজে সংস্থাপিত হইবে না। ব্রাহ্মগণ যে সময় টুকু বিবাদ করিয়া অতিবাহিত করেন, সে সময় টুকু দিয়া সাধন করিলে

জীবনের প্রকৃত মঙ্গল সংসাধিত হয়। সমস্ত অশান্তি নিবারণের একমাত্র উপায় ব্রহ্মসাধন। ব্রাহ্মগণ বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত ব্রহ্মসাধন করিয়া শান্তিলাভ করেন, এই আমার বিশেষ নিবেদন।

আমার জীবনের যে অংশ উল্লেখ করিলে লিখিত বিষয় বোধগম্য হইবার সুবিধা হইবে, এই প্রস্তাবে সেই অংশ সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। তজ্জন্য যদি কিছু দোষ হইয়া থাকে, ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

এই পুস্তক মুদ্রিত হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। কেশব বাবু বিলাত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া ভারত সংস্কার সভা স্থাপন করেন। স্ত্রীশিক্ষা, সুলভ সমাচার, দাতব্য, সুরাপান নিবারণ, সামান্য লোকদিগকে শিক্ষা দান। এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য হইতে লাগিল। মহিলাদিগকে শিক্ষা দান এবং বেহালা গ্রামে রোগীদিগকে ঔষধ বিতরণ প্রভৃতি গুরুতর পরিশ্রমে আমার শরীর ভগ্ন হইয়া গেল। হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের পীড়া হইল। কিছুদিন চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়া দিনাজপুর, রঙ্গপুর, কলিকাতা, গোবরাছড়া, কোচবেহার প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্ম প্রচার জন্য গমন করি। কোচবেহারে পুনর্ব্বার পীড়া বৃদ্ধি পাওয়াতে শান্তিপুরে আসিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করি। এই সময়ে ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের সহিত কেশব বাবুর আলাপ হয়। তাঁহার জীবন্ত

বৈরাগ্য দর্শনে কেশব বাবু বৈরাগ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে কলিকাতায় আসিতে পত্র লেখেন, আমি কলিকাতায় আসিয়া দেখি কেশব বাবু স্বহস্তে রন্ধন করিতেছেন। ব্রাহ্ম-সমাজে যাহাতে বৈরাগ্য ভাব প্রবেশ করে তজ্জন্য তিনি বাস্তবিক চেষ্টা করিতেছেন। সেই সময় অনেকের মুখে বৈরাগ্যের প্রশংসা শ্রবণ করিয়াছি। আবার কতিপয় ব্রাহ্ম বৈরাগ্যের ঘোর বিরোধী হইয়া কেশব বাবুকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মসমাজে বৈরাগ্য কেন? বৈরাগ্য কথাও যেন ব্রাহ্মসমাজকে স্পর্শ না করে। খাও দাও আমোদ কর, মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের নাম কর, অত বাড়াবাড়ী কেন? ইহার পরই সাধন ভজনের জন্য অনেকের মনে ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। সাধন ভজনের নানা উপায় স্থির করিতে করিতে কেশব বাবু যোগ ও ভক্তি সাধনের উপায় প্রকাশ করিলেন।

প্রিয় বন্ধু অঘোরনাথ গুপ্ত যোগ এবং আমি ভক্তি সাধন করিব। শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় জ্ঞান সাধন এবং শ্রীমতী মুক্ত-কেশী ভাদুড়ী সেবা অর্থাৎ কর্ম্ম সাধন করিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া কেশব বাবু যোগ ভক্তি সাধনের নিয়মিতরূপে উপদেশ প্রদান করিলেন। সাধনের জন্য কোন্নগরের নিকট মোড়পুকুর গ্রামে একটী উদ্যান ক্রয় করিয়া "সাধন কানন" স্থাপন করিলেন।

এইরূপে সাধন ভজন চলিতেছে। এ সময়ে বিশেষ

কোন দুর্ঘটনা পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হওয়াতে, একদিন কতিপয় প্রচারকের সহিত আমার বাদানুবাদ হয়। এই সকল কারণে আমি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া সপরিবারে বাগআঁচড়া গ্রামে গিয়া অবস্থিতি করিলাম।

বাগআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজের উদ্যানে একদিন নির্জ্জনে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছি। হঠাৎ আমার মধ্যে যেন একটী জ্যোতিঃ প্রবেশ করিল এবং কে যেন বলিল তুই আর আপনাকে বদ্ধ রাখিস্ না। গণ্ডির মধ্যে থাকিলে ধর্ম্ম হয় না। ভাদ্র মাসে বাগআঁচড়ার ব্রহ্মোৎসব হইল তাহাতে স্বর্গ হইতে প্রেম স্রোতঃ প্রবাহিত হইল। এমন অবস্থা জীবনে কখনও লাভ করি নাই।

এ দিকে কলিকাতা হইতে প্রচারক ভ্রাতারা পত্র লিখিতে লাগিলেন যে, তুমি শুষ্ক হইয়া মরিবে। মাতৃস্তন পান না করিলে অর্থাৎ কেশব বাবুর নিকট না থাকিলে বাঁচিবে কি রূপে? এই পত্র পাইয়া আমি অবাক্ হইলাম। আমি নিজে আছি ভাল, তাঁহারা গালি দেন ইহার কারণ কি?

আবার আমাকে কে যেন ডাকিয়া বলিল, যদি ধর্ম্মজীবন চাও আর গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিও না।

আমি পিঞ্জর মুক্ত পক্ষীর ন্যায় উড়িতে গিয়া পাখার বল পাই না। তখন বুঝিলাম ইহা গণ্ডির পরিণাম।

ইহার পর কেশব বাবুর কন্যার বিবাহ লইয়া মহা আন্দোলন, তাহাতে আমিও কেশব বাবুর প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাদের

নিকট হইতে বিদায় লইলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। ব্রাহ্মসমাজ কোন মনুষ্যের উপর নির্ভর করেন না। যখনই মানুষ ব্রাহ্মসমাজে প্রাধান্য লাভের জন্য যত্ন করিয়াছেন, তখনই ব্রাহ্মসমাজে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। স্বয়ং পরমেশ্বর ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও বিধাতা। কোন মনুষ্য ইহার রক্ষক নহে।

আমি জীবনের পরীক্ষায় বুঝিয়াছি যে, ব্রাহ্মসমাজ কোন দল কিম্বা সম্প্রদায় নহে। হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান য়িহুদী সকল সম্প্রদায়েরই সেই এক পরব্রহ্মের পূজা করা লক্ষ্য। প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা যেখানে সেখানেই ধর্ম্ম। ধর্ম্মই উদ্দেশ্য, দল উদ্দেশ্য নহে। নিজের অন্তরে কতদূর ধর্ম্ম লাভ হইল তাহারই প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। দলাদলি না করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের জন্য লালায়িত হইলে আর ব্রাহ্মসমাজ লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ করিতে হয় না।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যে প্রণালীতে উপাসনা সাধন ভজন চলিতেছে, তাহার অধিকাংশ পরোক্ষ। অতএব প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত ধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে, উপাসনার সাধন ভজনও প্রত্যক্ষ এবং জীবন্ত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যদি বৃথা বাক্য ব্যয় না করিয়া যথার্থ ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হন তাহা হইলে দুঃখীর কথা বাসী হইলে লাগিবে।